সোহংতত্ত্ব।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিমালয় বাসী
পরমহংস সোহং স্বামীর তত্ত্বোপদেশ।

শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৪ নং রামতনু বসুর লেনস্থ
শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রালয়ে
শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১৮ সাল।

ওঁ

ভূমিকা।

—*:*—

এক চিন্ময় ব্রহ্মই স্বকল্পনা দ্বারা যেন অনন্তরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডলীলা প্রকাশ করিতেছেন। অজ্ঞানীও তিনি, জ্ঞানীও তিনি, বদ্ধও তিনি, মুমুক্ষুও তিনি, মুক্তও তিনি। তিনিই একরূপে গুরু অপররূপে শিষ্য, একরূপে উপদেষ্টা অপররূপে উপদিষ্ট, একরূপে শাস্ত্রপ্রণেতা অপররূপে পাঠক, ইহাই ব্রহ্মের জীবলীলা। যে জীব সামাজিক ধর্ম্মসংস্কার ও ভাববন্ধনে দৃঢ় আবদ্ধ তাহার জন্য এই উপদেশ সুফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহাদের সামাজিক ধর্ম্মসংস্কার এবং ভাবের বন্ধন শিথিল হইয়াছে, অথবা যাহারা ঐ সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির প্রকৃত পথ অনুসন্ধানে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন কেবলমাত্র তাহাদের জন্যই এই সকল উপদেশ উপযোগী।

ভাওয়ালী, হিমালয়। } সোঽহং

-*-

সূচীপত্র

সোহহং গীতা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

হিন্দু সমাজ সমূহ ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত; সুতরাং ধর্ম্মসংস্কার ভিন্ন বর্ত্তমান পতিত উচ্ছৃঙ্খল সমাজসংস্কারের উপায়ন্তর নাই, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। ধর্ম্মাখ্য অন্ধবিশ্বাস এবং তজ্জনিত সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ, ও মুমুক্ষুর জন্য ঋষিপ্রবর্ত্তিত মোক্ষপথ, উন্মুক্ত করা সোহহং গীতার উদ্দেশ্য। বেদ, বেদান্ত, দর্শনাদি ১৪২ খানা আর্য্য ধর্ম্ম গ্রন্থের, মন্সুর, মৌলনারুম, সমস্তব্রেজ প্রভৃতি সুফীদিগের কবীর, নানক, তুলসীদাস প্রভৃতি সাধকগণের, ইমারসন্, গেটে, স্পেন্সার্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের বাক্যগ্রন্থের অকাট্য যুক্তি সমর্থনার্থে পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা এবং রচনা পারিপাট্যসম্বন্ধে সমালোচকের মত দ্রষ্টব্য অধিক লিখা বাহুল্য মাত্র।

জীবের মানসিক ভাব এবং রুচির পার্থক্য হেতু কোন বস্তুই সর্ব্বজন প্রীতিকর হইতে পারে না, কিন্তু সংস্কার অন্ধবিশ্বাস বা স্বার্থে আহত ব্যক্তিবিশেষ এই গ্রন্থের কোন কোন স্থলের বিরোধী হইলেও মনীষী মাত্রেই ইহার পক্ষপাতী হইয়া শত মুখে প্রশংসা করিতেছেন, এবং এই অল্প সময় মধ্যেই গ্রন্থ আসাম হইতে সুদূর রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত প্রচারিত প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠে বঙ্গবাসী উপকৃত এবং বঙ্গসমাজে ইহা আদৃত হইতেছে দর্শনে প্রকাশক যত্ন সফল মনে করিতেছেন, বঙ্গের কল্যানার্থে প্রতি গৃহে ইহা প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। সোহহংস্বামী প্রণীত সোহহং গীতা মূল্য ২৲সোহহংতত্ত্ব মূল্য ॥৹

শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ঢাকা এই ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট অথবা Hermitage Po. Bhowali, Nainital ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

পত্রিকার মন্তব্য।

সঞ্জীবনী ১৭ই ভাদ্র, সন ১৩১৬ সাল সংবাদ।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ ও বুকে পাথর ভাঙ্গা প্রভৃতি বলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালীর শরীর-বল ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে শ্যামাকান্ত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সোহংস্বামী নামে পরিচিত হইয়া হিমাচলে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন। ব্রহ্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ও মত সকল সোহং গীতা নামক গ্রন্থে পদ্যাকারে রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ধ্যানযোগে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্শন ও যুক্তির সহিত ঐক্যস্থাপন করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকটী অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। যাঁহারা বেদান্তমতের প্রধান বিষয়গুলির সরল ও চিত্তাকর্ষক অথচ গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা পড়িতে চান, এই পুস্তক তাঁহাদের প্রীতিকর হইবে। গ্রন্থে লেখকের তিনখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম পরমহংস অবস্থার চিত্র, দ্বিতীয় ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ ও তৃতীয় জটাজুটধারী ব্যাঘ্রাম্বর-পরিহিত সন্ন্যাস অবস্থার চিত্র। পুস্তকখানি আইভরিফিনিশ কাগজে মুদ্রিত।

Hitabadi 10 sept, 1910. হিতবাদী ২৫ ভাদ্র।

সোহংগীতা। হিমালয়বাসী সোহং স্বামী প্রণীত। অর্থাৎ শার্দ্দুল পরাজয়ী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এ পুস্তকের রচনা সুন্দর, ছন্দ সুললিত ; পরন্তু ইহার ভাল মন্দের কথা আমরা বলিতে পারিলাম না। হেতু এই আমরা সোহং তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। ভক্ত রামপ্রসাদ এই সোহং তত্ত্ব বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"এবার কালী তোরে খাব" অথবা "তুই খাস কি আমি খাই মা—দুটোর একটা ক'রে যাব"। অর্থাৎ হয় "সোহং" নহে ত "তন্ময়"—এই দুইটার একটাও আমাদের বোধায়ত্ত নহে। সে যে বহু দূরের কথা। সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা করিব না।

বসুমতি—সমালোচনা।

সোহং গীতা।—হিমাচলনিবাসী পূজ্যপাদ সোহংস্বামী প্রণীত সোহংগীতা নামক একখানি অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি; পূজ্যপাদ সোহংস্বামী পূর্ব্বাশ্রমে সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সুপরিচিত ছিলেন, এবং ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেন ও বক্ষঃস্থলে ১৭ মণ ওজনের প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া অদ্ভুত শারীরিক শক্তির পরিচয় দিতেন। এক্ষণে তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ে আছেন। তাঁহার অনুভূত বিষয় সকল সাধারণের হিতার্থ তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার উকীল মহোদয় কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে;— ভূমিকা, সংসার, গুরুশিষ্য, শাস্ত্র, ঈশ্বর, অবতার, ধর্ম্ম, মন, মনোবৃত্তি, আহার, পুনর্জ্জন্ম, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান, সৃষ্টিরহস্য, সন্ন্যাসী, নিয়তি, মায়া, তত্ত্বমসি, উপসংহার। ইহার প্রত্যেক বিষয় অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। ভূমিকা, সংসার, মন, মনোবৃত্তি, পুনর্জ্জন্ম, যোগ, জ্ঞান, শিব, সন্ন্যাসী, নিয়তি মায়া, তত্ত্বমসি, উপসংহার এতই চিত্তাকর্ষক ও সদ্যুক্তিপূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিলে অনায়াসেই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। উপসংহারে কি প্রকারে মুমুক্ষু অভ্যাসের দ্বারা মনোবৃত্তি নিগ্রহ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার মতের সহিত আমাদের অনেকস্থলে মতানৈক্য আছে। গ্রন্থে স্বামীজীর তিনখানি চিত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথম পরমহংস অবস্থার চিত্র; দ্বিতীয় ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ; তৃতীয় জটাজূটধারী ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিত সন্ন্যাসী অবস্থা। গ্রন্থখানি অবিদ্যাচ্ছন্ন মায়ামুগ্ধ অনাদি বহির্ম্মুখ জীবগণের উদ্বোধনার্থ মুমুক্ষুজনকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি আইভরিফিনিস কাগজে সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত। সুন্দর কাপড়ে বাঁধান মূল্য ২৲ দুই টাকা।

BENGALEE. September 16th 1909.

"SOHANG GEETA."

We have received a copy of "Sohang Geeta," a Bengali book from the pen of Soham-Swami. The Swami is no other than Babu Syama Kanta Banarji who had given proofs of extraordinary physical strength by his tiger-taming and weight-lifting feats, before he severed all temporal connections and became a recluse in the Himalayas. The book has been evidently written, not for the purpose of showing, what, however, it often shows, how well its author can write, but for the purpose of making the Monistic philosophy of the ancient Hindus better known to the Bengali speaking community. It is an attempt to expound the leading doctrines of the Vedanta in plain language, but its chief claim to notice consists in the fact that the author has not rested content with restating the mere tenets of the Vedanta, but has also discussed and elaborated them independently. Side by side with an orderly exposition of abstract principles, there is a constant display of concrete illustrations. The book is neatly bound and printed on ivory finish paper.

মানব ভাষা।

১। ভাব হইতে ভাষা প্রসূত হইয়াছে, মানব স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথম যে শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল তাহাই ভাষার আদি ; ক্রমে মানবের ভাববিনিময়ে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষা জীব-ভাব-জ্ঞাপক শব্দ সমষ্টি মাত্র, সুতরাং জীবের ভাবাতীত মনাতীত অবস্থা ব্যক্ত করিতে জীব-ভাষায় কোন শব্দ নাই ; ঈদৃশ মানব ভাষায় পার্থিব উপমা এবং জৈব ভাবের সাহায্যে অধ্যাত্ম রাজ্যের বিষয় ব্যক্ত করা হয় বলিয়াই শ্রোতা বক্তার ভাব গ্রহণে অসমর্থ হেতু ভুল ভ্রান্তিতে পতিত হয়।

২। যেখানে বক্তা অন্তর্মুখী এবং শ্রোতা বহির্মুখী সেখানে ভাষা দ্বারা ভাবের বিনিময় হওয়া অসম্ভব ; বক্তা স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিতে মুখে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করে, শ্রোতা সেই শব্দ সকল কর্ণ দ্বারা গ্রহণ করে মাত্র কিন্তু বক্তার প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে পারে না, বরং সেই বিভিন্ন অর্থ-জ্ঞাপক শব্দ সকলের নিজ জ্ঞান ও সংস্কার অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করে, সুতরাং অনেক সময়েই শ্রোতা, বক্তার ভাব না পাইয়া কেবল ভাষা পায়, এই জন্যই পৃথিবীতে যত সাধু মহাপুরুষ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মমত সাধারণ মানব গ্রহণ করিতে পারে

নাই, বরং অনেক সময় তাহাদিগকেই ঈশ্বর বা তদ্‌ভাবতার জ্ঞান করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছে।

৩। শাস্ত্র সম্বন্ধেও তদ্রূপ, শাস্ত্রকার যে ভাব ব্যক্ত করিতে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ভিন্ন ভাবাপন্ন পাঠক সেই সকল শব্দেরই ভিন্ন অর্থ করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব গ্রহণ করিতেছে। এই জন্যই ভাষ্য ও টীকাকারগণ একই শ্লোক বা সূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৪। যেরূপ প্রেমিকদ্বয় ভাষার সাহায্য ভিন্নও কেবলমাত্র চক্ষু বা মুখের ভঙ্গী দ্বারাই অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ অন্তর্মুখী জীবদ্বয় ভাষার দাস না হইয়াও ভাব বিনিময় করিতে পারে।

মানব ধর্ম্ম।

১। অনেকেই ধর্ম্ম জীবনের প্রথম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সাকার বা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে, কিন্তু দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারে না; অথচ অভ্যাস এবং সংস্কার বশতঃ প্রতিদিনের আহার নিদ্রার ন্যায় আজীবন সাধন ভজন করিয়া থাকে। কেন ঈশ্বর আমার প্রার্থনায় দর্শন দিতেছেন না, কেন তাঁহাকে ডাকিয়া পাইতেছি না, এই প্রশ্ন প্রায় কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না এবং তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুলতাও দেখা যায় না। সাকার-বাদ, নিরাকার-বাদ, কি অদ্বৈত-বাদ, যে কোন মার্গাবলম্বী সাধকই হয় না কেন, যাহার বাস্তবিক ধর্ম্ম-পিপাসা এবং প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, সে কিছু না পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ভোগাসক্ত জীবই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন ভজন দ্বারা আপন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসনার ক্ষয় না হয়, সাকার বা নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা, কি যোগ সাধন, কিছুই সফল হইতে পারে না; পূজা, উপাসনা, ধ্যান বা যোগ সাধন করিতে বসিয়া কেবল ঘণ্টা-বাদ্য এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকাই সার হয়; তাহাদের বাসনাসক্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন সুখ-কামনায় পাখীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়ায়। সুতরাং সাকার নিরাকার

ঈশ্বর বা আত্মজ্ঞান, কোন বিষয়ের সত্যাসত্যই তাহারা অবগত হইতে সক্ষম হয় না. অথচ এই অবস্থাপন্ন মানবও আপন মত অভ্রান্ত এবং অপরের মত মিথ্যা, ইহা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

২। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর (Personal god) জীবের কল্পনা-প্রসূত, বাস্তবিক উহার কোন অস্তিত্ব নাই ; এই কথা শ্রবণ মাত্র তাহারা চমকিত এবং ভীত হয়, নাস্তিক পাষণ্ড প্রভৃতি সম্বোধনে বক্তাকে অপদস্ত করিতে চেষ্টা করে, যেন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর তাহাদের বহু দিনের পরিচিত, এবং তাহারা সৃষ্টিকার্য্য সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া দর্শন করিয়াছে, এমন কি তাহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাহারা বোধ হয় এত বিচলিত হয় না। সংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস এই অবস্থাপন্ন মানবের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে দেয় না।

৩। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে একজন অতি প্রাচীন পরম জ্ঞানী ব্রহ্মচারী বাস করিতেন, তাঁহার গুরু প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে শিবপূজা উপদেশ করেন, তিনি তদনুসারে ক্রমাগত সপ্তাহ কাল অনাহার ও অনিদ্রাবস্থায় থাকিয়া দিবসে শিব পূজা এবং রাত্রিতে শিব নাম জপ ও শিবের ধ্যানাদি দ্বারা সফল-কাম না হইয়া অষ্টম দিবসে শিবলিঙ্গ বিসর্জ্জনের সঙ্গেই শিব পূজা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং গুরুসমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "গুরুদেব, আপনার উপদিষ্ট শিবপূজা পদ্ধতি মিথ্যা,

কেননা সৃষ্টি কি তদন্তরালে কোথাও তাদৃশ শিবের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইল না। যদি কোথাও তাদৃশ শিবের অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক ভাব নিবহ তিনি অবশ্য অবগত হইতে পারিতেন"। বলাবাহুল্য যে তাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম-পিপাসা জন্মিয়াছিল এবং দৃঢ় একাগ্রতা ও অধ্যবসায় ছিল, নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি নিজে অবগত ছিলেন, সুতরাং শিবপূজার ফলাফল সপ্তাহ মধ্যেই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে এই হিমালয়ে অপর কোন তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। ভোগ বাসনা দূর হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা ও বৈরাগ্যের উদয় হইলে সত্যাসত্য নিরূপণ করা স্বল্প সময় সাপেক্ষ।

৪। যখন জীব দ্রষ্টা এবং সৃষ্টি দৃশ্য অর্থাৎ যখন দেখিতেছি এবং দেখা যাইতেছে এই ভাব থাকে তখনই সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বর কল্পনা করে; তাহা হইতেই জগতে অসংখ্য সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন ভাব সম্পন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকার কল্পনা প্রসূত নির্গুণ, সগুণ, নিরাকার সাকার, ঈশ্বর অবলম্বনে বিচিত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই যে জগৎ দেখিতেছি অবশ্যই ইহার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এই অনুমানই ঈশ্বর-কল্পনার ভিত্তি, সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন কিছুই জন্মিতে পারে না; ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরেরও একজন সৃষ্টিকর্ত্তা থাকা উচিত, পুনরায় ঈশ্বর-স্রষ্টার স্রষ্টা-কল্পনায় অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে। আমি বলি এই ঈশ্বরেরও

একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে ; তাহা মানব, কারণ এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর মানব-কল্পনা প্রসূত মাত্র, বাস্তবিক সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব নাই।

৫। যাহা জীব-কল্পিত তাহাই বিচিত্র, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বভাব ও গুণবিশিষ্ট জীব, বিভিন্ন প্রকার আহার, পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতি, শারীরিক মানসিক শিক্ষা, পাপপুণ্য সংস্কার ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, এবং বিভিন্নরূপ ঈশ্বরও কল্পনা করিয়াছে। যদি একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর (Personal god) থাকিতেন, তিনি সকল দেশের সকল সম্প্রদায় এবং সকল জাতীয় মনুষ্যেরই সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং একই ভাবে সকলের নিকট অনুভূত হইতেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বভাব বিশিষ্ট মানবের কল্পনা-প্রসূত বলিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম এত বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়াছে। এই জন্যই এক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর অপর সম্প্রদায়ের ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং বহু ; এক সম্প্রদায়ে যাহা পাপ, অপর সম্প্রদায়ে তাহাই পুণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রাকৃতিক-বিধানে জীবের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সম্প্রদায়ে জল ব্যবহৃত হয়, ইহার উপায়ান্তর নাই, এতদ্বিষয়ে মতানৈক্যও নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-পিপাসা নিবৃত্তির উপায় এত বিচিত্র ও বহু কেন? ধর্ম্ম বিষয়ে এত মতানৈক্যই বা কেন? পিপাসু জীবমাত্রেই সাদরে জলপাত্র গ্রহণ করে, কিন্তু তোমার ধর্ম্ম-মত অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-পিপাসু প্রত্যাখ্যান ও দ্বেষ

করে কেন? সূক্ষ্ম বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে প্রচলিত কোন ধর্ম্মই ধর্ম্ম-পিপাসুর ধর্ম্ম-তৃষা নিবৃত্তির জন্য জলবৎ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপায় নহে।

৬। সাকারবাদী সীমাবিশিষ্ট মূর্ত্তিতে অখণ্ড অনন্ত সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করে, অবতারবাদী বিশেষ গুণ ও শক্তি-সম্পন্ন জীবে ব্রহ্মত্ব আরোপ করে, কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে যাহা কিছু নাম, রূপ ও গুণবিশিষ্ট তাহাই নশ্বর অর্থাৎ তাহারই সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংস আছে; সুতরাং তাহা ব্রহ্মরূপে উপাস্য হইতে পারে না। নিরাকারবাদী তাহার ঈশ্বরকে সর্ব্ব-ব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়ার সাগর, প্রেমের আকর প্রভৃতি উপাদানে গঠন করে, সুতরাং ঈশ্বর একটা অসম্পূর্ণ কিম্ভূত কিমাকার নিরাকার মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হয়। হে নিরাকার সাধক! তুমি যে দয়াময়, প্রেমময় বলিয়া ভাবে দ্রব হইতেছ, তোমার ব্রহ্মে কি আর কোন গুণ দেখিতেছ না? নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে আসিল? ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহ, কাম প্রভৃতি কি তোমার সৃষ্টি? তোমার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর কি তোমা ভিন্ন সর্ব্বত্র আছেন, না তোমাতেও আছেন? যদি তুমিও সর্ব্বের অন্তর্ভূত হও, তবে বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া দেখ, তোমার কোন্ স্থানে অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর লুক্কায়িত আছেন, বহির্দৃষ্টিতে কল্পিত ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইলে অনন্তকালেও সত্যলাভ করিতে পারিবে না।

৭। অসীম অনন্ত ব্রহ্ম জীবের ধারণাতীত, এই সিদ্ধান্ত

করিয়া যে সকল শাস্ত্র-প্রণেতা চিন্ময় ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহারা মেধাশক্তি-হীন দুষ্ট বালকের—কণ্ঠস্থ করিতে অশক্ত হইয়া গ্রন্থ ছিঁড়িয়া সংক্ষেপ করার ন্যায়—নিতান্ত অজ্ঞানতার কার্য্যই করিয়াছেন ; উভয়েরই জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

৮। অসাধারণ গুণ ও জ্ঞান সম্পন্ন জীবকে যাহারা ব্রহ্মের অংশ বা অবতার বলিয়া মনে করেন এবং জড়দেহ ত্যাগ করিয়াও তাঁহারা ভিন্ন সত্বাতে স্থান বিশেষে অবস্থিত আছেন এরূপ বিশ্বাস করেন তাহাদের মতে ব্রহ্ম অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছেন, কারণ তাঁহার অংশবিশেষ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। অথবা তিনি সীমাবিশিষ্ট দেহ বিশেষে অবস্থিত থাকা যেতু ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম-শূন্য অবস্থায় আছে।

প্রেরিত, অবতার এবং আত্মজ্ঞ এই ত্রিবিধ পুরুষ ধর্ম্মজগতে পূজ্য। প্রেরিত ঈশ্বরানুগত, সুতরাং দাসবৎ, অবতার অবতরণ হেতু স্বরূপচ্যুত, মোহমুগ্ধ ও জীববৎ ত্রিতাপান্বিত। অপহৃত সীতা-শোকে রোদন, জরাসন্ধভীতি, ভোগাদি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যিনি স্বরূপচ্যুতি বা জীবাবস্থা হইতে উন্নত হইয়া স্বরূপে বা ব্রহ্মাবস্থায় অবস্থিত, মোহ এবং তজ্জনিত ত্রিতাপমুক্ত সেই সোহমস্মি বক্তা ঋষিই আত্মজ্ঞবাচ্য, এই ত্রিবিধ পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

৯। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণের জন্য ব্যস্ত, আদিকাল হইতে ধর্ম্মের জন্য কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, নরহত্যা অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা

নাই, বাস্তবিক ইহার সকল ধর্ম্মই সত্য এবং অবস্থাভেদে আবার এই সকল ধর্ম্মই মিথ্যা ; দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আচার ব্যবহার এবং পাপ পুণ্য সংস্কার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, ধর্ম্মমতও তাহারই আনুসঙ্গিক। সম্প্রদায় বিশেষের জন্য দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে তাহাদের আচার ব্যবহার যেমন উপযোগী, ধর্ম্মমতও তদ্রূপ। সুতরাং ইহার আর ভাল মন্দ বিচার নাই ; সকলই ভাল, এবং সকলই সত্য, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যক্তি বিশেষের ভাবানুসারে বিভিন্ন ঈশ্বর এবং সাধন-প্রণালী কল্পিত হইয়াছে, যিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার জন্য সেই অবস্থাতে তাহাই সত্য। আবার যেখানে দাঁড়াইলে সৃষ্টিই কল্পনা-মাত্র দেখা যায়, সে স্থানে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি সকলই কল্পিত-জীবের কল্পনারূপ অসত্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়।

১০। সংসারাসক্ত মানব, যখন ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ভাব-বন্ধনে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, যশ, মান প্রভৃতিতে আবদ্ধ থাকে, তখন কোন তত্ত্বোপদেশই তাহার চিত্ত-বৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে পারে না ; বাসনা তাহার কর্ণ বধির, চক্ষু অন্ধ, এবং চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তদ্রূপ ভক্ত বা প্রেমিক সাধক, তাহার ভক্তি বা প্রেমে প্রতিপালিত প্রাণের পুতুলরূপ ঈশ্বরকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবা মাত্র নাস্তিক পাষণ্ড প্রভৃতি সম্বোধনে উপদেষ্টাকে দূরীভূত করে। এতদুভয়ের একই অবস্থা,

উভয়ই ভাব-বন্ধনে বস্তু-বিশেষে আবদ্ধ, দুইজনই ভাবের দাস; লৌহ-শৃঙ্খল ভগ্ন করা অতি সহজ, কিন্তু সংস্কার এবং ভাবের শৃঙ্খল ভগ্ন করা বড়ই কঠিন।

১১। অতৃপ্ত বাসনাই দুঃখের কারণ, নতুবা সুখ দুঃখ নামে কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং তুলনায় সুখ দুঃখ উপলব্ধি হয়। যে অবস্থা একের জন্য সুখপ্রদ, তাহাই সেই সময়ে অপরের জন্য দুঃখ-দায়ক। যে অবস্থা এক সময়ে সুখের মনে হয়, তাহাই আবার সময়ান্তরে দুঃখজনক উপলব্ধি হয়। তথাপি জীব সুখ চায়, অথচ সুখ কি এবং কোথায় আছে তাহা জীবের অজ্ঞাত। প্রথমে স্ত্রী, পুত্র-পরিবার, ধন, মান, যশের ভিতর সুখের অনুসন্ধান করে, ইহাই তম এবং রজ গুণের খেলা; এই সকল বস্তুতে সুখলাভে নিরাশ হইয়া, পরে ভবিষ্যৎ জীবনে কি স্বর্গে সুখ-শান্তি কামনায় নিজ নিজ সংস্কারানুরূপ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দান, ধ্যান প্রভৃতির অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরে প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি ভাব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে স্তুতি মিনতি উপাসনা প্রার্থনা করে; ইহাই সত্ত্ব গুণের খেলা বলে, কিন্তু জীব ইহার কোথাও শান্তি পায় না।

১২। জীব যাহাতেই অনুরক্ত হউক না কেন, তাহার অনুরাগের মূলে আত্ম-সুখ, এবং আত্ম-তৃপ্তি। এক অনুরাগই বিভিন্ন পাত্রে ন্যস্ত হইয়া বিভিন্ন ভাব এবং উপাধি প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন ঈশ্বর বা শ্রেষ্ঠ জীবে ভক্তি, স্ত্রীতে প্রেম, পুরুষে বন্ধুতা, সন্তানে স্নেহ ইত্যাদি। জীবের কোন ভাবই

নিস্বার্থ নহে, অহেতুক ভক্তি বা প্রেমের অন্তরালেও আত্মসুখ আত্মতৃপ্তি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই প্রেমই আবার ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ন্যস্ত হইয়া বিভিন্নরূপ প্রতীয়মান হইতেছে; যে প্রেম বেশ্যাতে অর্পিত হইলে তমভাবাপন্ন বলিয়া মানব সমাজে ঘৃণিত হয়, তাহাই আবার বিবাহিতা স্ত্রীতে অর্পিত হইলে রজ-ভাবাপন্ন বলিয়া নিন্দনীয় হয় না, ঈশ্বরে অর্পিত হইলে এই প্রেমই সত্বভাবাপন্ন বলিয়া জগতে পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই আত্মসুখ-বাসনা হইতে উৎপন্ন প্রেম, বন্ধন ভিন্ন অপর কিছুই নহে; প্রথম বন্ধনে লৌহ-শৃঙ্খল, দ্বিতীয় বন্ধনে রৌপ্য-শৃঙ্খল এবং তৃতীয় বন্ধনে স্বর্ণ-শৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান হয় এইমাত্র প্রভেদ।

১৩। কিন্তু এই প্রেমেও তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। বিচ্ছেদে দারুণ যাতনা, মিলনে ভাবী বিচ্ছেদ-চিন্তাজনিত অশান্তি। প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিরহ জনিত রোদন, মূর্চ্ছা, হাহাকার, গোঁ গোঁ শব্দ, ঘর্ষণজনিত মুখে গণ্ডে ক্ষত, উন্মাদাদি, কল্পিত বস্তুতে প্রেমাদি ভাবের পূর্ণাবেশের পরিণাম। উচ্চ অঙ্গের প্রেমে মিলনই হয় না, প্রেম-মার্গাবলম্বী বৈষ্ণব কবিগণের শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার আদর্শ প্রেম-বর্ণনাতেও তাহাই দেখা যায়; প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

"দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"

গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন—

"রোদিতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥"

কেন শ্রীকৃষ্ণ রাধাক্রোড়ে এবং রাধা কৃষ্ণক্রোড়ে থাকিয়াও বিচ্ছেদজনিত যাতনা অনুভব করিতেন? যে স্থানে দেহীদ্বয় পরস্পরের দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনুরক্ত হয়, সেই স্থানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহের মিলনে সাময়িক সুখ বা তৃপ্তি হইতে পারে; রাধাকৃষ্ণে এই প্রেম কল্পিত হয় নাই। যে স্থলে দেহীদ্বয় দৈহিক সৌন্দর্য্যে আসক্ত নহে, এক জীব অপর দেহস্থ জীবকে প্রেম অর্পণ করে, দেহের মিলন চায় না প্রাণের মিলন চায়, সে স্থলে দেহই বিচ্ছেদ-রেখারূপে মিলনের অন্তরায় হয়, সুতরাং দৈহিক মিলনে তৃপ্তি হইতে পারে না। কিন্তু জীব আপনাকেই আপনি খুজিয়া পায় না অপর জীবকে পাইবে কিরূপে? প্রেম মনেরই ভাব, মনদ্বারা জীব আপনাকেও পাইতে পারে না, অপর জীবকেও পাইতে পারে না, ব্রহ্মকেও পাইতে পারে না, জীব এবং ব্রহ্ম, মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর একই বস্তু। তত্ত্বজ্ঞানই এই প্রেমের মিলনকারিণী দূতী, যখন জগৎ আত্মময় উপলব্ধি হয় তখনই মিলন সংঘটিত হয়; ভাবের খেলাতে কখনও শান্তি হইতে পারে না। বন্ধন কি কখনও শান্তির কারণ হয়? যতক্ষণ আমি এবং আমার উপাস্য বা প্রেমাস্পদ এই জ্ঞান আছে, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে দ্বৈতভাব রূপ অপার সমুদ্র ব্যবধান, এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া উপাসক উপাস্যকে, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে কখনও পাইতে পারে না। একে একে কখনও এক হয় না, দুই-ই হইয়া থাকে, সুতরাং উপাস্য এবং উপাসক চিরকাল ভিন্ন থাকিবে। বহির্দৃষ্টিতে এই দ্বৈতজ্ঞান দূর হওয়া অসম্ভব।

হে ভক্ত! হে প্রেমিক সাধক! অন্তর্মুখী হও, আত্মানুসন্ধান কর,—দেখিবে তোমার প্রেমাস্পদ, তোমার উপাস্য দেবতা তোমাতেই বিরাজিত। যখন দেখিবে তোমার উপাস্য, তোমার প্রেমাস্পদ এবং তুমি অভিন্ন, তখনই চিরমিলন হইবে সে স্থানে আর বিচ্ছেদ নাই।

১৪। কোন কোন ধর্ম্মে পাপের কর্ত্তা সয়তান কল্পিত হইয়াছে। সয়তান মন্দবুদ্ধি প্রদান করিয়া জীবকে পাপে রত করে, আর পরম দয়ালু ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা বা উদ্ধার করেন; এইরূপে ঈশ্বর এবং সয়তানের মধ্যে "আপোষে লড়াই" সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিতেছে। এই সয়তান যদি ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে দুই ঈশ্বর হইল; এক পাপের স্রষ্টা, এক পুণ্যের স্রষ্টা; এক ভাল ঈশ্বর, এক মন্দ ঈশ্বর। তবে আর ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নহেন, সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, অনন্ত নহেন; কারণ একের অস্তিত্ব ও শক্তি অপরকে সীমাবদ্ধ করিতেছে। আর যদি পাপরূপী সয়তান ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে আর তাঁহাকে দয়ার সাগর, প্রেমের সাগর (god of mercy, god of love) বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ পথিককে কূপে পতনোন্মুখ দেখিয়া সতর্ক না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহাকে আমরা নিষ্ঠুর বলি, আর যে ব্যক্তি অন্ধ পথিকের পতন উদ্দেশ্যে পথ মধ্যে কূপ খনন করে, তাহাকে আমরা কি ভাবি? স্বখোদিত কুপে পতিত অন্ধ পথিকের আর্ত্তনাদ ও স্তুতি মিনতিতে তুষ্ট হইয়া যদি কূপখননকারী তাহার উদ্ধার সাধন

করে, তথাপি তাহাকে দয়াময় বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বর সয়তান বা পাপরূপ ঘোর অন্ধকার কূপ খনন করিয়া অন্ধ পথিক-রূপ অজ্ঞান জীবের পতনের কারণ হইয়াছেন। কূপাভিমুখে গমন-শক্তিরূপ নানাবিধ ভোগ-বাসনা জীবকে প্রদান করিয়া অন্তরালে থাকিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, সুতরাং পতিত জীবের ক্রন্দনে স্তুতি-মিনতিতে বিচলিত হইয়া উদ্ধার সাধন করিলেও তাঁহাকে দয়ার সাগর, প্রেমের সাগর (god of mercy, god of love) বলিতে পারা যায় না। এই পর্য্যন্তই যে ঈশ্বরের দয়ার খেলা, প্রেমের খেলা শেষ হইল তাহা নহে, যে কূপে-পতিত-পথিক তাহাকে ডাকিল না, তাহাকে তিনি সেই স্বখোদিত কূপ হইতে উঠাইয়া ভীষণ নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। জীবকে দগ্ধ করিবার মানসে প্রেমময় দয়াময় ঈশ্বর এই নরকাগ্নিটী পূর্ব্ব হইতেই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অজ্ঞান জীব কি অপরাধে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে? অজ্ঞান জীব জানে না এই পাপ কূপ কি, সে জানে না কূপ-খননকারী কে, সে জানেনা যে পতিত হইয়া ডাকিলে একজন উদ্ধারকর্ত্তা অন্তরাল হইতে আসিয়া উদ্ধার করিবেন; কারণ ঈশ্বর তাহার দৃষ্টির বাহিরে অন্তরালে অবস্থিত। জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, প্রলোভনের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, জীব-বাসনার সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর; সুতরাং জীবের পতনের জন্য ঈশ্বর দায়ী; তিনি নিরপরাধী জীবকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঘোর নিষ্ঠুরতার কার্য্যই করিতেছেন।

এই ঈশ্বরকে কি প্রেমময় দয়াময় ঈশ্বর বলিব কি নিষ্ঠুর সয়তান বলিব ?

১৫। অনেকে বলেন ঈশ্বর পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) প্রদান করিয়াছেন ; জীব স্বাধীন ইচ্ছাতে পরিচালিত হইয়া যে পথে গমন করিবে তদনুরূপ ফল ভোগ করিবে। কিন্তু জীবের স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, শারীরিক সৌন্দর্য্য, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধন, যশ, মান, সুখ, শান্তি সকল জীবই পাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু আশানুরূপ পায় না। অন্ধ, খঞ্জ, বধির, কুৎসিৎ, দুর্ব্বল, মূর্খ, দরিদ্র হইতে কেহই ইচ্ছা করেনা তবে হয় কেন ? আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল জীবই বলিতেছে, "আমি অসুখী, আমি আমার অবস্থায় তুষ্ট নহি" সম্রাট হইতে ভিকারী পর্য্যন্ত কেহই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে সকলেই অভাব বোধ করিতেছে। যদি জীব-জগতের একাংশ সুখী ও অপরাংশ দুঃখী হইত তাহা হইলে স্বীকার করা যাইত যে, যাহারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছে তাহারা সুখী এবং যাহারা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া স্বাধীন ইচ্ছায় পাপের পথে চলিতেছে তাহারা দুঃখী ; কিন্তু যখন সকল জীবই তারতম্য ক্রমে দুঃখ এবং অশান্তি ভোগ করিতেছে তখন এই পাপ পুণ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছার সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে ? ঈশ্বর আপাতসুখের উপাদানে পাপ সৃষ্টি করিয়া সেই সুখ বাসনা জীবের হৃদয়ে প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং জীব সুখ লালসায় পাপের পথেই

ধাবিত হয়। তিনি অন্তরালে অবস্থিত, তাঁহার স্বর্গ নরক অন্তরালে অবস্থিত, জনশ্রুতি ভিন্ন তাঁহার এবং স্বর্গ নরকের অস্তিত্বের অপর কোন সাক্ষী নাই, অথচ ভোগ্য বস্তু সকল সম্মুখে উপস্থিত, ভোগ-বাসনা হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, এই অবস্থায় জীব কিরূপে ভাল মন্দ বিচার করিয়া স্বাধীন ইচ্ছাতে পরিচালিত হইবে? যদি স্বর্গ, নরক ইন্দ্রিয় বা মনের গোচর হইত, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনের গ্রাহ্য হইতেন, তাহা হইলে জীব তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পাপের পথে ধাবিত হইলে জীবের অপরাধ ছিল। সুতরাং সৃষ্টিতে জীবের স্বাধীন ইচ্ছার কোন ক্রিয়া হইতেছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি জলে সুগন্ধ চার ফেলিয়া মৎস্যকে প্রলোভিত করিয়া সুস্বাদু খাদ্য দ্বারা বর্ষিটী আবৃত করিয়া ক্ষুধিত মৎস্যের সম্মুখে ধরিয়া মৎস্যকে আবদ্ধ করে, সে ব্যক্তি কি মৎস্যের বিচার শক্তির ত্রুটী বা স্বাধীন ইচ্ছার ভাণ করিয়া স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারে? যিনি দয়ার সাগর, প্রেমের সাগর তিনি কখনও জীবের জন্য পাপ, প্রলোভন এবং নরক সৃষ্টি করিতে পারেন না। যদি ঈশ্বর পাপ এবং নরকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আর তিনি দয়াময় প্রেমময় নহেন এবং জীবের স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া না হওয়াতে তাঁহার উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই; তিনি সুখ-শান্তিপূর্ণ পৃথিবী সৃষ্টির পরিবর্ত্তে দুঃখ এবং অশান্তিপূর্ণ নরকসৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিক ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, জীবের স্বাধীন ইচ্ছা সকলই জীব-কল্পনা মাত্র; যাহা এক সম্প্রদায় পুণ্য এবং স্বর্গপ্রদ

মনে করিতেছে তাহাই অপর সম্প্রদায় পাপ এবং নরকের পথ মনে করিতেছে।

১৭। কোন ধর্ম্মমতে ঈশ্বরের একটা বিচারালয় আছে, সে স্থানে জীবের পাপপুণ্যের বিচার হইবে, এই বিচাবালয়ের বিচার অদ্ভুত ন্যায়-সঙ্গত; বিচারকের এক অতি প্রিয় ঔরসজাত পুত্র এই আদালতে ওকালতী করিয়া থাকেন। যে জীব তাঁহাকে ওকলাতনামা দিবে সে যত পাপই করুক না কেন তাহার কোন ভয় নাই, উকীল মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া "এইটী আমার মক্কেল" এই কথা বলিবামাত্র বিচারক বলিবেন তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করা হইল; তুমি স্বর্গ নামক সুখ শান্তিপূর্ণ স্থানে গমন কর। আর যে সকল জীব এই উকীল এবং তাঁহার আদালতে প্রতিপত্তির বিষয়ে অজ্ঞ, অপর উকীলের সাহায্যে বা উকীল ভিন্ন স্বয়ং এই বিচারক সমীপে উপস্থিত হইবে, সে অপরাধী নির-পরাধী হইলেও তাহার জন্য অনন্ত নরক অবধারিত রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর সকল জীবকেই পাপের উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন; অনন্ত নরকই তাহাদের নিয়তি, কেবল এই উকীলের সাহায্যই তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। স্বভাব বা উপাদানচ্যুত বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয় না। উপাদান মৃত্তিকার অভাবে ঘটের সত্তা, দাহিকা শক্তি এবং দীপ্তি স্বভাবের অভাবে অগ্নির সত্তা কোথায়? যদি জীবের উপাদান বা স্বভাব পাপ হয় তবে তদভাবে জীবেরও অভাব সিদ্ধ হয়॥ ধন্য হে দয়ার সাগর, প্রেমের সাগর ঈশ্বর! ধন্য

তোমার দয়া! ধন্য তোমার প্রেম! আর ধন্য তোমার ন্যায়-বিচার।

১৮। অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ মানবের নিকট অবনত হওয়া মানব-স্বভাব। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা,বুদ্ধি; শৌর্য্য, বীর্য্য, শক্তি,সৌন্দর্য্য যে কোন বিষয়ে যাহাকে সাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়াছে সকল দেশের মানব সম্প্রদায়ই তাহার নিকট অবনত হইয়াছে; এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ, সক্রেটীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণ, কালিদাস সেক্ষপিয়র প্রভৃতি কবিগণ, নেপোলিয়ন, শিবজী প্রভৃতি বীরগণ জগতে পূজ্য ও সম্মানিত হইয়াছেন। তাহাদের যাহাকে যাহার ইচ্ছা ভক্তি শ্রদ্ধা করা কিম্বা পথানুসরণ করিয়া আত্মোন্নতি করিতে চেষ্টা করা জীবের কর্ত্তব্য, কিন্তু জীব-বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া ব্রহ্মাবতার বলিয়া আরাধনা করা অজ্ঞানতা মাত্র; যিনি জগৎ হইতে ভিন্ন, আপন অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছেন তিনিই জীব, সুতরাং যাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপলব্ধি আছে তিনি ব্রহ্ম পদবাচ্য হইতে পারেন না। ব্রহ্মাবতার বলিয়াও আরাধ্য হইতে পারেন না, সকল জীবই ব্রহ্মাবতার, অর্থাৎ জীব-ভাবাপন্ন ব্রহ্ম বা জীবরূপে অবতীর্ণ ক্রিমি কীট পর্য্যন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন কি আছে? সকলই ব্রহ্মাবতার, কে কাহার উপাসনা করিবে?

১৯। বিভিন্ন স্বভাব-বিশিষ্ট সাকারবাদী মানব তাহারই অনুরূপ দেহ ও গুণ বিশিষ্ট ঈশ্বর কল্পনা করিতেছে; স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস প্রভৃতি ঈশ্বরের বাসস্থান; স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার ভৃত্য

দ্বারবান পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছে, উপাসনার সময় উপাদেয় আহার্য্যও তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। কল্পনা ভিন্ন ইহার মূলে আর কি আছে ?

২০। যদি পশুর কল্পনা শক্তি এবং ধর্ম্মজ্ঞান থাকিত, মহিষ তাহার অনুরূপ ঈশ্বরই কল্পনা করিত। স্বর্গও তাহার সুখ শান্তির সংস্কার অনুসারেই কল্পিত হইত। হয়ত সে কল্পনা করিত, ঈশ্বর তদপেক্ষা অতি বৃহৎ ধূসরবর্ণ, দীর্ঘ স্বর্ণবর্ণ শৃঙ্গ এবং অষ্টপদ বিশিষ্ট পশু বিশেষ, তাহার তীক্ষ্ণধার বিশাল অষ্টক্ষুরের আঘাতেই এই সমুদ্র সকল সৃষ্টি হইয়াছে; এবং তাহার শৃঙ্গ-তাড়নে যে ধূলী উড্ডীয়মান হইয়াছে তাহাই স্তূপাকার হইয়া পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়াছে। আকাশে নবীন দুর্ব্বাদল পূর্ণ বৃহৎ প্রান্তর আছে, সেই প্রান্তর দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া শীতল সলিলা নদী প্রবাহিতা হইতেছে, তাহার উভয় তট কর্দ্দমপূর্ণ; বৃহৎ বৃক্ষ-শ্রেণী সেই স্থলে সুশীতল ছায়া প্রদান করিতেছে, তিনি প্রান্তরে তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া সেই প্রবাহিণী-স্রোতে অবগাহন, তাহার শীতল সলিল পান এবং বৃক্ষ ছায়ায় কর্দ্দমে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করেন। মহিষ তাহার কল্পিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কোমল এবং সরস তৃণ সকল রাখিয়া তাহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিত এবং মৃত্যুর পরে তাহার সেই প্রান্তরে স্থান পাইবার জন্য স্তুতি মিনতি করিত, কারণ সে স্থানে আহারের অভাব নাই, রাখালের প্রহার, গাড়ী বা লাঙ্গল বহনের কষ্ট কিছুই ভোগ করিতে হয় না। কোন কোন মহিষ বা তাহার

কল্পিত মহিষরূপী ঈশ্বরে ভক্তি প্রেম প্রভৃতি ভাব অর্পণ করিয়া তাহার দর্শনের জন্য উন্মত্ত হইত, কেহ বা আকাশের সেই প্রান্তরে বাস কামনা না করিয়া তাহার খুরপদ্মে লয় হইতে কামনা করিত।

২১। নিরাকারবাদী ও তাহার নিরাকার পুতুলরূপ ঈশ্বরকে তাহারই গুণের পূর্ণতারূপ উপাদানে গঠন করে। যেমন তাহার ব্যাপকতা আছে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তাহার জ্ঞান আছে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তাহার শক্তি আছে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, এইরূপ দয়ার পূর্ণতা, প্রেমের পূর্ণতা দিয়া তাহার ঈশ্বর গঠিত হয় কিন্তু তাহার হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, কাম প্রভৃতি ভাবগুলি তাহার ঈশ্বর-সৃষ্টির উপাদান-রূপে ব্যবহৃত হয় না; কারণ তাহা হইলে ঈশ্বররূপ পুতুলটী কুৎসিত দেখায়। নিরাকার ব্রহ্মোপাসকগণ যদিও প্রকাশ্যে সাকারবাদীর ন্যায় জড়বস্তু দ্বারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি-গঠন করে না, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে এই ঈশ্বর পুতুলই কল্পিত হইয়া থাকে। তাহাদের উপাসনা প্রার্থনা গান প্রভৃতিতে ঈশ্বরের হস্ত, চরণ, বাক্য প্রভৃতি সর্ব্বদাই দেখা যায়। কোন কোন নিরাকারবাদী সম্প্রদায় নিরাকার ঈশ্বরে স্বর্গে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট এরূপ কল্পনা করে, তাঁহার সম্মুখ পশ্চাৎ কল্পনা করে। জীব মন-বুদ্ধি দ্বারা অজ্ঞেয় অব্যক্ত ব্রহ্মকে পাইতে চায়, সুতরাং ব্রহ্ম কল্পনা করিতে যাইয়া আত্মছায়া কল্পনা করিয়া বসে। জীবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান অসীম অনন্ত ব্রহ্মকে কিরূপে কল্পনা করিবে? যতক্ষণ জীব ততক্ষণ জীব-ভাবের ক্রিয়াই হয়, ব্রহ্ম জীব-জ্ঞানের অগম্য।

২২। মানব শান্তি-শূন্য সংসার সাগরের সুখ দুঃখ আশা নিরাশারূপ তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া শান্তি কামনায় "ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস" প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। দেহাত্মক জ্ঞানহেতু স্ত্রী পুত্র পরিবার ধন সম্পদ মান অপমানে মমত্ব আরোপ করিয়া মানব সংসারে দুঃখ পায়, সংসার ত্যাগ করিয়াও আমি সন্ন্যাসী আমি ব্রহ্মচারী এই আশ্রমসংস্কার গ্রহণ করিয়া ঐ সকল আশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হয়, ইহা এক অন্ধকার কূপ হইতে উঠিয়া পুনরায় অপর অন্ধকার কূপে পতন ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যতক্ষণ বর্ণাশ্রম সংস্কার সহ দেহাত্মক জ্ঞান দূর না হইবে ততক্ষণ শান্তি নাই।

২৩। হঠযোগ অর্থাৎ নেতি, ধৌতি, বস্তী, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা মন স্থির করিতে চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যে চিত্ত পঞ্চভূতাত্মক জগৎ নিয়া ক্রিয়া করিতেছিল, তাহা পঞ্চভূতাত্মক ক্ষুদ্র জগদ্রূপ দেহ নিয়া ক্রীড়া করে, গৃহী এবং হঠযোগী এতদুভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ। বাস্তবিক বাসনা ক্ষয় না হইলে কিছুতেই চিত্ত স্থির হয় না। হঠযোগের চরমসীমা অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি, সিদ্ধি জীবেরই হইয়া থাকে, সুতরাং সিদ্ধি জীব-শক্তির বিকাশ ভিন্ন অপর কিছু নহে, সিদ্ধি এবং মুক্তি এক নহে; সিদ্ধি জীব-শক্তির পূর্ণ বিকাশ, মুক্তি ব্রহ্মাবস্থা। সিদ্ধি অনেক সময়েই মুক্তিপথের বিঘ্নকারী হইয়া থাকে। ধনমদ, বিদ্যামদ প্রভৃতির ন্যায় সিদ্ধিমদে মত্ত হইয়াও জীব আত্মবিস্মৃত বা স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়।

২৪। মানব-ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ধর্ম্মের নিন্দা করার উদ্দেশ্যে নহে, এই সকল ধর্ম্মমত লোপ হইয়া গেলে জীবের ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই নাই, জীবের জন্য ইহা প্রয়োজনীয় বলিয়াই ইহা জীব-জগতে প্রচলিত রহিয়াছে এবং চিরকালই থাকিবে। তবে যাহা সত্য তাহাই ব্যক্ত হইল। জীব-কল্পিত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম সকল প্রবৃত্তিমুখী জীবের জন্য সুফলপ্রদ কিন্তু আধুনিক হিন্দু আখ্য সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমত ও সামাজিক প্রথা আর্য্য জাতির অধঃপতনের কারণ এবং সাংসারিক ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতি-পথে ঘোর অন্তরায় হইতেছে। ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্যাদির সংস্কার না থাকিলে মানব-সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইত। এই সকল সংস্কারই তমগুণসম্পন্ন অসুর প্রকৃতি মানবের হস্ত হইতে সমাজ রক্ষা করিতেছে, এবং অজ্ঞান জীবকে তম হইতে রজ এবং রজ হইতে সত্বগুণসম্পন্ন করিতেছে, সুতরাং জীবের অবস্থাভেদে এই সকল ধর্ম্ম প্রয়োজনীয়, কিন্তু মুক্তির পথ এই ত্রিগুণের বাহিরে। যে অবস্থায় যাহা যাহার জ্ঞানের অতীত তাহা কি প্রকারে ধারণা করিবে, ফুল্ল কুসুমেই সৌরভের সম্ভাব কিন্তু কোরকে তাহার অসম্ভাব হয়।

২৫। চিন্ময় ব্রহ্ম স্বকল্পনা দ্বারা যেন অনন্ত জীবরূপ ধারণ করিয়া আত্ম-বিস্মৃতি হইয়াছেন। এবং বহির্দৃষ্টিতে সাকার নিরাকার নানারূপ আত্মেতর ঈশ্বর কল্পনা করিতেছেন, তিনিই উপাস্য এবং তিনিই উপাসক ইহাই ব্রহ্মের জীবলীলা, এবং অজ্ঞানতাই অজ্ঞান জীবের ধর্ম্ম।

পৈত্রিক ধর্ম্ম।

১। মানব মাত্রেই বাল্যকাল হইতে যে ধর্ম্ম-সংস্কার গ্রহণ এবং যে সাধনপ্রণালী অভ্যাস করে, পরে তাহা অসত্য জ্ঞান হইলেও সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। হিন্দু মাত্রেই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই শাস্ত্র বাক্যের স্বধর্ম্ম শব্দের পৈত্রিক ধর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়া উহা ত্যাগ করা মহা পাপ মনে করে, কিন্তু পিতা মাতা এবং পৈত্রিক ধর্ম্মের সঙ্গে নিজের যে কি সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার বিচার করে না।

২। এই দেহ মন বুদ্ধি আমি নহি, আমি অনাদি অবিনশ্বর চিন্ময় আত্মা। আমি যখন যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ ধারণ করিতেছি, তখনই দেহাত্মক বোধ হেতু দেহোৎপত্তির কারণ পিতা মাতাকে আমার (আত্মার) জন্মদাতা মনে করিতেছি; বাস্তবিক আমার কেহ স্রষ্টা নাই আমি অনাদি। যতক্ষণ দেহের সহিত সম্বন্ধ যোগ আছে ততক্ষণই বর্ত্তমান পিতামাতার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান। আমার পূর্ব্ব জন্মের পিতা মাতার সহিত বর্ত্তমান সময়ে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, এবং এই দেহ ত্যাগ করিবামাত্র বর্ত্তমান পিতা-মাতার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন জন্মের নূতন পিতা মাতার সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। ধর্ম্ম সাধন

দেহের নহে, জীবই সাধনের ফলভোগী, পিতা মাতার পঞ্চভূতাত্মক দেহ হইতে বর্ত্তমান পঞ্চভূতাত্মক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু পিতামাতার দেহাধিষ্ঠিত জীব এবং সন্তানের দেহাধিষ্ঠিত জীব, জীবভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, দেহাত্মক জ্ঞানই সম্বন্ধ যোজনা করিতেছে। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন যার যার কর্ম্ম বা সংস্কার অনুসারে বিভিন্ন ফল ভোগ করে। এক জীব যদি জন্ম পরম্পরায় হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষা এবং সংস্কার হেতু তাহাকে ক্রমাগত ঐ সকল ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হয়। অনাদি অবিনশ্বর আত্মার অনন্তকাল অস্তিত্বের তুলনায় এই সকল জন্মকাল মুহূর্ত্ত হইতেও স্বল্প এবং তুচ্ছ; সুতরাং আত্মা প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন জন্ম গ্রহণের ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার ও নূতন সংসার গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া সংসারলীলা এবং নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মলীলা করিতেছে। পৈত্রিক ধর্ম্মের এই পরিণতি। এই সকল ধর্ম্ম হইতে মুক্তি বহুদূরে অবস্থিত, যতক্ষণ দেহাত্মক জ্ঞান ততক্ষণই পৈত্রিক ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম বিধর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ। তত্ত্বজ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইলে দেহাত্মক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মান্ধকারও দূর হয়। তখন দেখা যায় স্বধর্ম্ম শব্দের অর্থ আত্মধর্ম্ম বা আত্মজ্ঞান।

৩। বুদ্ধ, যিশু মহম্মদ, নানক প্রভৃতি সকলেই পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন,

এবং অসংখ্য মানব পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাদের পদানু-সরণ করিয়াছেন। ইহাদের জন্য নরক ব্যবস্থা হইবে কি?

গুরু।

১। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ প্রায় সর্ব্বত্রেই ব্যবসায়রূপে প্রচলিত, এবং গুরুর দায়িত্বের বিষয় ব্যবসায়ী গুরুগণ জানে না, তদ্বিষয়ে চিন্তাও করে না। শিষ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক আয় ও সম্মান বৃদ্ধি হয় বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা শিষ্য সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে।

২। অজ্ঞান জীবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তিলাভের সাহায্য করাই গুরুর কর্ত্তব্য, গুরু এই শব্দার্থই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক বা বোধক। সুতরাং শিষ্য গ্রহণের পূর্ব্বে গুরুর নিজ সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য তাহার নিজের জীবন্মুক্তি-লাভ হইয়াছে কিনা অথবা তদুপযোগী তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে কিনা, দ্বিতীয় তিনি অপর জীবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে মুক্তিলাভে সহায়তা করিতে সক্ষম কিনা, তৃতীয় এই গুরুতর দায়িত্বের ভার গ্রহণে তিনি প্রস্তুত কিনা। শিষ্য সম্বন্ধে বিবেচ্য প্রথম শিষ্যের প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা জন্মিয়াছে কিনা, এবং দ্বিতীয় তাহার উপদেশের মর্ম্ম-গ্রহণে শিষ্য সক্ষম কিনা। শিষ্যেরও শিষ্যত্ব স্বীকার করার পূর্ব্বে গুরুর আধ্যাত্মিক অবস্থা যতদূর সম্ভব অবগত হওয়া উচিত ইহাই শিষ্য শব্দের লক্ষ্যার্থ। এক অন্ধ অপর অন্ধের পথ প্রদর্শক হইলে উভয়েরই কূপে পতনের সম্ভাবনা। এই সকল

বিবেচনা করিয়া গুরু শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, পুরুষানুক্রমে প্রচলিত গুরু শিষ্য সম্বন্ধরূপ জঘন্য ব্যবসায় থাকিতে পারে না।

৩। এক রাজা ছিলেন, তাহার প্রবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী গুরু এক বৎসর কাল প্রতিদিন তাহাকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু রাজার জ্ঞানলাভ হইল না। বৎসরের শেষদিনে রাজা গুরুকে বলিলেন "গুরুদেব, রাজর্ষি জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট একবার মাত্র উপদেশ পাইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন; শুকদেব রাজর্ষি জনকের নিকট সপ্তাহকাল উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি আপনার নিকট ক্রমাগত এক বৎসর কাল নানাবিধ শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াও তদবস্থা লাভ করিতে পারিতেছি না কেন? ইহার যথাযথ উত্তর প্রদানে আমার সন্দেহ অপনোদন করুন্।" প্রবৃত্তিধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজগুরু এইরূপ প্রশ্ন ইতি পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই, তাহার শিষ্যগণ উপদেশ শুনিয়াই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইত, উপদেশের ফলাফল সম্বন্ধে কখনও বিচার করে নাই; সুতরাং তিনি এই প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া বলিলেন "মহারাজ, আগামী কল্য আপনার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব।" রাজগুরু গৃহে প্রত্যাগত হইয়া এই বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। গুরুর এক পুত্র ছিলেন তিনি শাস্ত্রাধ্যায়ন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ কিছুই করিতেন না, সমস্ত দিন নির্জ্জন অরণ্যে কিংবা

নদীতীরে একাকী ভ্রমণ করিয়া কালক্ষেপ করিতেন, আহারের সময় মাত্র বাটীতে উপস্থিত হইতেন, এই কারণে পিতা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। গুরু-পুত্র সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পিতাকে বিষণ্ণ এবং চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; গুরু রাজার প্রশ্ন এবং উত্তর দানে স্বীয় অপারগতার কথা বিবৃত করিলেন। তৎশ্রবণে গুরুপুত্র বলিলেন পিত! ইহা অতি সহজ প্রশ্ন, রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব তজ্জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। কিন্তু গুরু তাহার মূর্খ পুত্রের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরদিবস গুরু রাজসমীপে উপনীত হওয়া-মাত্র রাজা পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলেন, গুরু নিরুপায় হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর আমি অনেক চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই কিন্তু আমার পুত্র বলিয়াছে যে সে ইহার প্রকৃত উত্তর প্রদানে সক্ষম। তৎশ্রবণে রাজা গুরু-পুত্রকে আহ্বান করিলেন, গুরু-পুত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি দণ্ডেকের জন্য আমাকে রাজশক্তি এবং রাজসিংহাসন প্রদান করা হয় তাহা হইলে আমি এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারি। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। গুরু-পুত্র সিংহাসনে আসীন হইয়া আদেশ করিলেন রাজাকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া অন্ধকার নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ কর, প্রহরীগণ তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল, তৎপর আদেশ করিলেন রাজ-গুরুকেও ঐভাবে বন্ধন করিয়া রাজার সঙ্গে এক গৃহে রাখ,

প্রহরীগণ সেই আদেশও পালন করিল, তখন তিনি সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া কারাগৃহ-সন্নিধানে গমন করিলেন ; রাজা বন্ধন-যন্ত্রণায় অধীর ছিলেন, গুরু উপস্থিত হওয়া মাত্র বলিলেন, গুরুদেব ! বন্ধন যাতনা আমি আর সহ্য করিতে পারি না, আমার বন্ধন মোচন করুন ; অন্ধকার ঘরে গুরুর বদ্ধাবস্থা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। গুরু বলিলেন, মহারাজ আমি কিরূপে আপনার বন্ধন মোচন করিব, আমিও বদ্ধাবস্থায় অবস্থিত। গুরু-পুত্র এই কথা শ্রবণ মাত্র গুরু এবং রাজা উভয়ের বন্ধন মোচনের আদেশ প্রদান করিলেন, এবং রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ ! আমার পিতাই আপনার প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন, আপনিও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ এবং আপনার গুরুও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ আপনি গুরুশিষ্য-সংস্কারান্ধকারে তাহা লক্ষ্য করিতে অক্ষমতা হেতুই মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কে কার বন্ধন মোচন করিবে, এক অজ্ঞানী অপর অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান করিতে পারে না। মহর্ষি অষ্টাবক্র জীবন্মুক্ত এবং রাজর্ষি জনক মুমুক্ষু ছিলেন সুতরাং একবার উপদেশ শ্রবণ করিয়াই জনক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আর মুমুক্ষু শুকদেব জীবন্মুক্ত রাজর্ষি জনকের নিকট সপ্তাহকাল তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়াই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ঈদৃশ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিমার্গাতীত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্থিতপ্রজ্ঞ গুরুপুত্রের বাক্যে রাজা ও রাজগুরু উভয়েরই যুগপৎ চৈতন্য উদয় হইল এই তাহারা কৃতকৃত্য হইলেন।

৪। সদ্‌গুরুর সেবা করা এবং তাহার উপদেশ ভক্তি-পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় গুরু-ভক্তিই মুক্তির উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন; পাঠশালায় যে ছাত্র অধ্যয়ন না করিয়া কেবল গুরু মহাশয়ের তামাক সাজে, সে আত্মসুখ-পরায়ণ অপরিণামদর্শী গুরু মহাশয়ের প্রিয়পাত্র হইতে পারে বটে কিন্তু পরীক্ষকের হস্তে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, পরীক্ষার সময় গুরুশিষ্য উভয়ই অপ্রস্তুত হয়।

৫। আমি যে সকল মহাপুরুষ দেখিয়াছি, তাঁহারা কেহই গুরুগিরীর গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না, কোন ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রশ্ন করিলে তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন মাত্র।

সৃষ্টি তত্ত্ব

১। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র অনন্ত জীব জন্তু উদ্ভিদাদি পূর্ণ এই জড়জগৎ কি, কোথা হইতে কোন্ সময়ে কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্ন সকল মানবের হৃদয়ে স্বতঃ উপস্থিত হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বিভিন্ন সময়ের শাস্ত্র-প্রণেতাগণ বিভিন্ন রূপ কল্পনানিচয় শাস্ত্রাকারে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মতবাদ বিষম বৈষম্যপূর্ণ, শাস্ত্রাধ্যায়ী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। যাহার কল্পনা-প্রবাহ যে ভাবে যে দিকে ধাবিত হইয়াছে তিনি সেই রূপই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে রাজকন্যা এবং রাক্ষসের কাহিনীর ন্যায় নিতান্ত অলীক, অসংলগ্ন, বিজ্ঞান ও যুক্তি বিরুদ্ধ মত সকল প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল বিষম বৈষম্যময় মতবাদের মীমাংসা দ্বারা সত্যার্থ স্থাপন করা এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। জটীল শাস্ত্র নিচয়ের সমালোচনা পূর্ব্বক তৎপ্রমাণ প্রয়োগাদির অবতারণা দ্বারা পাঠক পাঠিকাকে ক্লিষ্ট করা আমার অভিপ্রায় নহে, সুতরাং যাহা বিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত ও স্বীয় অনুভবলব্ধ-সত্য, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

২। বীজাভ্যন্তরে বৃক্ষের সত্তার ন্যায় চিন্ময় ব্রহ্মে এই

ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করিতেছে ও তাঁহার কল্পনা দ্বারা বিকাশিত হইতেছে।

৩। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি পৃথক স্বীকার করিতে হইলে ব্রহ্মের অনন্তত্বে দোষ স্পর্শে, কারণ তাহা হইলে সৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্ম সীমা-বদ্ধ হইতেছেন। অনেক শাস্ত্রকার বলেন আদিতে এক ব্রহ্মই ছিলেন পরে তাহার ইচ্ছা শক্তি হইতে এই সৃষ্টি প্রসূত হইয়াছে। ইচ্ছা অভাববোধ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মে অভাবাত্মক বোধের অসম্ভাব হেতু ইচ্ছা আরোপিত হইতে পারে না, অভাবই দুঃখ এবং তাহা পূরণেই সুখ সুতরাং ব্রহ্মের ইচ্ছা কল্পনা করিতে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মকে সুখ দুঃখাদি জীবভাবাপন্ন কল্পনা করিতেছেন। কোন শ্রুতি আত্মা ঈক্ষণ করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন বলে, এ স্থলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈক্ষণীয় বিশ্বের অসম্ভাব হেতু ঈক্ষণের দর্শন অর্থ প্রতিপন্ন না হইয়া মনোনেত্রে দর্শন বা কল্পনা প্রমাণিত হয়। কোন কোন শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতি এবং পুরুষ, ব্রহ্ম এবং মায়া স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করেন। এবং মায়া বা প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ বলেন, কিন্তু মায়া এবং প্রকৃতির ভেদ কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের অনন্তত্বে এবং অদ্বিতীয়তাতে দোষ স্পর্শে।

৪। যদি চিন্ময় ব্রহ্ম এবং জড় জগতের ভিন্ন সত্তা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কি উপাদানে ব্রহ্ম এই জড় জগৎ সৃষ্টি করিলেন প্রথমে এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। যদি আদিতে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন আর কিছুই ছিল না তবে জড় পদার্থ

কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? যদ্যপি জড় জগৎ সৃষ্টির উপাদানোপযোগী কোন বস্তুর সেই আদিতে অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও অনন্ত নহেন, সৃষ্টির কারণও নহেন। সুতরাং ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও অনন্ত স্বীকার করিতে হইলে একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন আদিতে আর কিছুই ছিল না ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং চিন্ময় ব্রহ্ম, দ্বিতীয় বস্তুর অভাব প্রযুক্ত তাঁহার দ্বারাই জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। উপাদান কারণ হইতে কার্য্য স্বতন্ত্র নহে, সুতরাং প্রমাণ হয় যে জড়, চৈতন্যেরই অবস্থান্তর বা রূপান্তর মাত্র। জড় বস্তু পরীক্ষা করিলেও ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়।

৫। স্বর্ণ লৌহ প্রভৃতি ধাতু বা তুষারকে উত্তাপ দিলে, প্রথমে তরল পরে বাষ্প এবং ক্রমে মানব-ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অগোচর হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, এই অদৃশ্য অজ্ঞেয় বস্তুর ঘনত্ব বা রূপান্তরই কি ধাতু প্রভৃতি জড় বস্তু নহে?

৬। একখণ্ড মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ, কি যে কোন বস্তু ইচ্ছা দ্বিভাগে বিভক্ত কর, ও একাংশ পরিত্যাগ কর, পুনরায় হস্তস্থিত অংশ দ্বিভাগ কর ও একাংশ ত্যাগ কর; এইরূপ করিতে করিতে উক্ত বস্তু এরূপ সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে আর তদবস্থায় ভাগ করা যায় না তখন উহাকে জলরূপে, পরে বায়ুরূপে, পরে তেজরূপে, পরে ব্যোমরূপে পরিণত করিয়া ক্রমাগত ঐ ভাবে বিভক্ত করিতে থাক, যখন যন্ত্রাদির সাহায্যেও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে না,

তখন কল্পনা দ্বারা ভাগ কর দেখিবে ক্রমে এমন অবস্থায় উপনীত হইবে যে কল্পনাও স্তম্ভিত হইয়াছে, অথচ অব্যক্ত ভাবে কিছু রহিয়া গেল। এই কল্পনাতীত বস্তুর সমষ্টিই কি জড় বস্তু নহে ?

৭। আধ্যাত্মিক জ্ঞানহীন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জড় বস্তুর ভিতর দিয়া জড় জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব নিরুপণ করিতে গিয়া প্রথমে মলিকিউল (Molicule) বা অণু পরে এটম্ (Atom) বা পরমাণুতে উপনীত হইয়াছেন ; এই এটম্ বা পরমাণু যে কি পদার্থ তাহা এখনও স্থির হয় নাই। প্রোফেসর ক্রুকস্ (ProfCrooks) নামক বর্ত্তমান বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন "তাড়িতের পরমাণু বা ইলেকট্রন্ (Electron) এবং শক্তি (Force) একই বস্তু এবং জড় ও শক্তি যে একই, বিজ্ঞান-চর্চ্চা দ্বারা এই পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে" (Radical activity and Electron Theory.) Prof. Crooks says, "I think we have almost reached the stage where matter and force seem to merge into one another."

৮। লর্ড কেল্‌ভিন্ (Calvin) নামক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়াছেন আকাশ হইতে জড় জগতের উৎপত্তি, আকাশই অবস্থান্তরিত হইয়া জড়রূপে প্রতীয়মান হয়।

৯। হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert spencer) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে জড়, জড়ের গতি এবং শক্তি ইহার কিছুই সত্য বস্তু নহে, যাহা সত্য, এই সকল তাহারই আভাস মাত্র, সেই সত্য বস্তুই জড় এবং জীবরূপে প্রকাশমান, পঞ্চ-

ভূতাত্মক দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সকলই এক সত্য বস্তুর বিকাশ মাত্র! "Matter, motion and force are not reality but the symbols of reality, and the same reality is manifested objectively and subjectively." Herbert spencer's Psychology.

১০। এখন দেখা যাউক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের শক্তি, আকাশ, পরমাণু এবং (Reality) বা সত্য বস্তু কি পদার্থ। যাহা কিছু রূপ গুণ এবং উপাধিবিশিষ্ট তাহাই জীবের জ্ঞেয়,ভাব-রাজ্য ও জীববুদ্ধি এবং জ্ঞানের অতীত নহে, এই পরমাণু বা শক্তি বা আকাশ বা সত্য বস্তু (Reality) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহাকে যে নামেই অভিহিত করে না কেন,ইহা যন্ত্রাদির সাহায্যেও তাহাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। জ্ঞান বুদ্ধির অতীত অথচ সত্বা আছে, এক "চৈতন্য" ভিন্ন এরূপ আর কিছুই নাই; সকলই আমার জ্ঞান বুদ্ধির গোচর কেবল "আমিই" আমার অজ্ঞেয়, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ আর একটু অগ্রসর হইলেই জানিতে পারিবেন যে চৈতন্য ভিন্ন জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এক চৈতন্যই অবস্থান্তরে সৃষ্টিরূপে প্রতীয়মান হয়।

১১। সময়ের সূক্ষ্মত্ব এবং অনন্তত্ব সীমাবদ্ধ জীব-জ্ঞানের ধারণাতীত। এই জন্যই জড় জগৎ উপলব্ধি হইতেছে, দেহির জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং বৃক্ষাদির মৃত্তিকা হইতে উদ্ভব ও মৃত্তিকাতে লীন হওয়া পর্য্যন্ত যে ক্রমিক পরিবর্ত্তন, তাহা কালের সূক্ষ্ম জ্ঞান না থাকাতে জীব অনুভব করিতে পারে না, তাহার

সীমাবদ্ধ সময়-জ্ঞান দ্বারা এই বাল্যাবস্থা, এই যৌবনাবস্থা, এই চারাগাছ, এই বড়গাছ এই পরিবর্ত্তন মাত্র অনুভব করিতে পারে, দৈনিক পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত জীবের বোধাতীত। আবার অনন্ত কালের জ্ঞান না থাকাতে নিজ সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের তুলনায় ইহাদের অস্তিত্বের সময় অনুভব করে, অনন্তকালের তুলনায় উদ্ভিদাদি দৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্বের সময় এত সূক্ষ্ম যে তাহা উপলব্ধিই হইতে পারে না। যদি জীবের সময়ের অনন্তত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব উভয় জ্ঞানই থাকিত তাহা হইলে, "ইহা এই বস্তু" এরূপ অনুভূত হইত না। একটী কুম্ভকার-চক্র পর্য্যায়ক্রমে লাল, নীল, পীত প্রভৃতি রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যদি ঘূর্ণিত হয় তাহা হইলে তাহার গতি যত দ্রুত হইতে থাকে, ততই বর্ণের বিচিত্রতার হ্রাস হয়, এবং ক্রমে একই বর্ণ উপলব্ধি হয়। তদ্রূপ সময়ের জ্ঞান জন্মিলে জড় জগতে "ইহা এই বস্তু" এরূপ উপলব্ধি হইতে পারে না।

১২। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট জীব জন্তু, বৃক্ষ, প্রস্তরাদির কল্পনা-ভিন্ন অপর কোন সত্বা নাই, ঐ সকল পদার্থ মনোময়, উহাদের মনে উদয়, স্থিতি এবং লয় হইয়া থাকে। অথচ স্বপ্নাবস্থা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ঐ সকল স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জড় বস্তু রূপেই প্রতীয়মান হয়, স্বপ্ন-কল্পিত বস্তু কি ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ যোগে সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভক্তি, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের ক্রিয়াও হইয়া থাকে, ঐ স্বপ্নদৃষ্ট জীবগণও এই সকল ভাব অনুভব করিতেছে এরূপ দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মকল্পনা এই জড়-জগৎরূপে

প্রতীয়মান হয়, চিন্ময় ব্রহ্মই স্ব-কল্পনা দ্বারা যেন সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত। স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদির স্রষ্টা মন, উপাদান মন, স্বকল্পিত ব্যাঘ্রদর্শনে, মনই ভীত হয়, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম, সকলই মনোময় অথচ মন বাস্তবিক ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করে না, এই জাগতিক সর্ব্ববিষয়ই তদ্রূপ ব্রহ্মময় অথচ ব্রহ্ম জগদ্রূপ ধারণ করেন না।

১৩। সমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গ উঠিতেছে, কল্পনা করা গেল যে এই সকল তরঙ্গ সজীব এবং মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। এখন প্রত্যেক তরঙ্গ নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করিয়া আপনাকে তরঙ্গ নামে অভিহিত করিতেছে। সে যে জলমাত্র, সমুদ্র স্পন্দনে তরঙ্গরূপ ধারণ করিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে, খেলিতেছে, দুলিতেছে এই জ্ঞান তাহার নাই। এই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত উত্থান-পতনের কারণ সে জানিতে পারিতেছে না; সে উঠিয়াই পড়িতে ভীত হইতেছে। অপর তরঙ্গের সম্বন্ধযোগে তাহার ভিতর নানা প্রকার বাসনা এবং ভাবের খেলা হইতেছে। এক তরঙ্গকে শত্রুজ্ঞানে বিদ্বেষ অপরকে মিত্রজ্ঞানে প্রেম করিতেছে, কোন তরঙ্গকে দূরে তাড়াইতেছে, কাহারো সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কত-ভাবে কত রঙ্গে নাচিয়া হাসিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে কয়েকটী তরঙ্গ একটু চিন্তাশীল হইল, ভাবিল নাচিয়া খেলিয়া এই তরঙ্গ-জীবন বৃথা অতিবাহিত করিতেছি, এই তরঙ্গ-জীবনের কোথায় আদি, ইহার পরিণতিই বা কোথায়, জানিতে হইবে। এই তরঙ্গের কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন কিনা, এইরূপ চিন্তা করিতে

করিতে তাহাদের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন হইল, এখন আর তাহারা অপর তরঙ্গের সঙ্গে মিশিতে খেলিতে নাচিতে চায় না, সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে লাগিল এই সৃষ্টিকর্ত্তা কোথায়, তাহারা অসাধারণ যাহা দেখিল তাহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভ্রমে উপাসনা করিল, অতি বৃহৎ কোন তরঙ্গকে সৃষ্টিকর্ত্তা ভ্রম করিল, পরে সেই ভ্রমও দূর হইল। অনেক কল্পনা জল্পনা ভ্রম প্রমাদের পরে তাহারা জানিতে পারিল সমুদ্রই সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু উপরে ভাসমান তরঙ্গ জানিতে পারিল না সমুদ্র কি পদার্থ, তাহারা সমুদ্রের দর্শন পাইতে, সমুদ্রে মিলিত হইতে, স্তুতি মিনতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। অসংখ্য তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করিল এবং সকল তরঙ্গ সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টায় নানাবিধ কল্পনা এবং যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিল, তাহাই পরবর্ত্তী তরঙ্গ দ্বারা অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে গৃহিত হইল, সাগরস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের এই বিচিত্র খেলা চলিতে লাগিল। যখন সে জানিতে পারিল যে সে তরঙ্গ নহে, জল, এবং সেই সমুদ্রও জল, তরঙ্গ এবং সাগরে উপাধিগত প্রভেদ মাত্র বস্তুতঃ উভয়ই জল, তখন তাহার আর ভ্রম রহিল না, সুখ দুঃখ রহিল না, আত্ম পর জ্ঞান রহিল না, তরঙ্গ-জ্ঞান তাহার লোপ হইল, সে অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ জল দেখিতে লাগিল, সুতরাং জল জলে মিশিয়া গেল ইহাই তরঙ্গের নির্ব্বাণ।

১৪। সমুদ্র যখন নিশ্চল নিস্পন্দ, তখনই নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা,

যখন সমুদ্র চঞ্চল বা স্পন্দনশীল তখনই স্বগুণ ব্রহ্মাবস্থা বা সৃষ্টি এবং প্রত্যেক তরঙ্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞানই জীবাবস্থা। সমুদ্র-স্পন্দন বা ব্রহ্ম-কল্পনা ভিন্ন তরঙ্গ বা সৃষ্টির অপর কোন অস্তিত্ব নাই।

১৫। বরফ নামে কোন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, জল ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া বরফরূপে প্রতীয়মান হয়, জলেরও কোন স্বতঃ সত্ত্বা নাই, অক্সিজন্ এবং হাইড্রোজেন নামক (গ্যাস) বাষ্প মিলিত হইয়া জলরূপে প্রতীয়মান হয়, এই গ্যাসদ্বয়ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতমাবস্থায় পরিণত হইলে জীব-জ্ঞানের অতীত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে কোন মনাতীত পদার্থই বরফরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্ম-কল্পনাই জড় জগৎরূপে অধ্যাসিত হইতেছে ; বাস্তব ইহা মরীচিকাবৎ অসত্য, জড়জগতের কোন অস্তিত্বই নাই, আদৌ ইহার সৃষ্টিই হয় নাই, যাহার সৃষ্টি হয় নাই তাহার স্রষ্টা কিরূপে সম্ভবে ? সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরেরও কোন অস্তিত্ব নাই, অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে সৃষ্টি অজ্ঞান জীবের অজ্ঞানতাজনিত উপলব্ধি এবং স্রষ্টা তাহার কল্পনা মাত্র।

সাধন-তত্ত্ব।

১। চৈতন্য (আত্মা) এবং জড় ইহার যে সম্বন্ধযোগ তাহাই বিভিন্ন অবস্থাতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার নামে অভিহিত হইয়াছে। সংকল্প বিকল্পাত্মিকা বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত এবং অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহঙ্কার। সংক্ষেপে এবং সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য এই সম্বন্ধযোগ এক মন নামে অভিহিত হইল।

২। সত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ মনের, এই মনেই বাহ্য সম্বন্ধযোগে বাসনার উদয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, এই মনই সৃষ্টি উপলব্ধি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ, নরক কল্পনা করে, বাস্তবিক আমি (চিন্ময় আত্মা) নির্গুণ, আমার বাসনা নাই, পাপপুণ্য নাই, সুখদুঃখ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইহা মনাতীত অবস্থা। যতক্ষণ এই মন লয় না হয় ততক্ষণ জীব জানিতে পারে না সে কে, সৃষ্টি কি, এবং সৃষ্টির কারণ কি; মনের লয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের উদয়, এই মন লয় করিতে চেষ্টার নামই যোগ।

৪। বাসনারূপ ইন্ধন যতক্ষণ আছে মনরূপ বহ্নি কিছুতেই

নির্ব্বাপিত হয় না, স্ত্রী, পুত্র, ধন মান, যশের বাসনা, পুণ্য, স্বর্গ, ঈশ্বর লাভের বাসনা, সমাধি বা মোক্ষ লাভের বাসনা—সকল বাসনাই মনরূপ বহ্নির ইন্ধনরূপে কার্য্য করে। যতক্ষণ কোন প্রকার বাসনা থাকে মন লয় হয় না, মন প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্বে লীন হইলেই স্বরূপাবস্থান বা সমাধি হয়।

৪। যত দিন বাসনার তৃপ্তি না হয় ততদিন বলপূর্ব্বক বাসনা ক্ষয় হইতে পারে না। অনেকে বলপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করে, কিন্তু তাহারা অবগত নহে যে সংসারের মুল বাসনা, সুতরাং সংসার মনের ভিতর বহিরে নহে; গভীর অরণ্যেই যাও আর গিরিগুহাতেই প্রবেশ কর সংসার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।

৫। যাহারা সংসারে বিরক্তি বা বিদ্বেষ বশতঃ সন্ন্যাসাদি অবলম্বন করেন তাহাদের হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনা লুক্কায়িত থাকিয়া সাধন পথের ঘোর বিঘ্ন জন্মায়। যে বস্তু, কি ব্যক্তি হইতে আমরা সুখের আশা করিয়া নিরাশ হই, অথবা যে বস্তু পাইতে পুনঃপুন চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হই তাহাতেই আমাদের বিরক্তি বা বিদ্বেষ জন্মে, সুতরাং বাসনা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। যে বস্তু বা ব্যক্তিতে আমাদের অনুরাগ, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ আছে তাহা পুনঃপুন স্মৃতি-পথে উদিত হয় আর যাহার প্রতি ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ বা বিরক্তি আছে তাহাও পুনঃপুন স্মৃতিপথের পথিক হয়, সুতরাং উভয়ই বিক্ষেপের কারণ এবং যোগাভ্যাসের বিঘ্নকারী।

৬। যে সকল বাসনা জীবের প্রকৃতিগত তাহা বিচারযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং যে সকল বাসনা অপরের অবস্থা দেখিয়া মনমধ্যে সাময়িক উদিত হয় তাহা কেবল মাত্র বিচার দ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগ দুই প্রকার, ভোগ এবং উপভোগ, ধর্ম্মজীবন-লক্ষ-বিশিষ্ট জীব বাসনাকে ধর্ম্মপথের বিঘ্নকারী পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহার ক্ষয় মানসে যে ভোগ করে, তাহাই ভোগ,এই ভোগে বাসনাগ্নি অতি অল্প সময়মধ্যেই নির্ব্বাপিত হয়।

৭। লক্ষ্যহীন বিষয়াশক্ত বাসনাতরঙ্গে বিক্ষিপ্ত মন অজ্ঞান জীবের ইন্দ্রিয়সুখলালসায় যে ভোগ তাহাকেই উপভোগ কহা যায়। এই উপভোগে অগ্নিতে ইন্ধন প্রদানের ন্যায় বসানাগ্নি দিন দিন অধিকতর প্রজ্জ্বলিত ভিন্ন নির্ব্বাপিত হয় না।

৮। ভোগী এবং উপভোগী এতদুভয়ের মধ্যে বাহ্যলক্ষণ দ্বারা কিছুই প্রভেদ উপলব্ধি হয় না, বাহিরের ক্রিয়া দেখিতে একরূপ কিন্তু ভিতরে একের বাসনা হ্রাস ও অপরের বৃদ্ধি হয়।

৯। অনেক সাধক সাত্বিক (?) আহার, অর্থাৎ নিরামিষ বা বা ফলমূল আহার করিয়া কিম্বা দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে আহার দ্বারা দেহ নির্যাতন পূর্ব্বক রিপু দমন করিতে প্রয়াস পায়। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ এবং কথনও বা গুরুতর ব্যাধি ভিন্ন অপর কোন ফলের সম্ভাবনা নাই। তাহাদের শারীরিক দৌর্ব্বিল্যের সঙ্গে. সঙ্গে ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয় এবং ক্রমে মানসিক শক্তিও হীন হয়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল নিস্তেজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেধা, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি, সাহস

একাগ্রতা প্রভৃতিও দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়, অধম প্রবৃত্তিসকল দমন করিতে যাইয়া উত্তম প্রবৃত্তিগুলিও হীনপ্রভ হয়, এবং ক্রমে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক সকল কার্য্যেই অপটু হইয়া পরে। আহারের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে রিপুর যে বিশেষ সম্পর্ক আছে এরূপ দেখা যায় না। পুষ্টিকর নিয়মিত আহার দ্বারা শরীর সুস্থ এবং সবল থাকিলে মন সতেজ এবং প্রফুল্ল থাকে তখন জীব সদসৎ সকল কার্য্যেই সক্ষম হয়, আর অনাহার বা সামান্য আহারে দুর্ব্বল এবং অসুস্থ শরীর ও নিস্তেজ মস্তিষ্ক নিয়া জীব কি সৎ কি অসৎ কোন কার্য্যেই সক্ষম হয় না।

১০। তৃণাহারী ছাগের কামপ্রবৃত্তি ও মহিষের অকারণ ক্রোধ এবং হিংসা প্রবৃত্তি মাংসাহারী জন্তুগণ অপেক্ষা শতগুণ প্রবল; আজীবন নিরামিষ ভোজী জাতি বা সম্প্রদায়, যে মৎস্য মাংসাহারী জাতি বা সম্প্রদায় হইতে অপেক্ষাকৃত অল্পতম-গুণাক্রান্ত এরূপ দেখা যায় না।

১১। মনই কর্ত্তা, শরীর আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসমাত্র, মনের উত্তেজনা ভিন্ন ইন্দ্রিয় সকল কখনও উত্তেজিত হয় না। মনকে সংযত না করিয়া শরীরকে কষ্ট দিলে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ কদাপি সম্ভবেনা তাহা মিথ্যাচার বিশেষ। ছেদিত-মুষ্ক ছাগাদি ইহার দিপ্যমান প্রমাণ। ইহাও বিরল নহে যে রোগ বা বার্দ্ধক্যবশতঃ পুরুষত্বহীন ব্যক্তিরাও অতৃপ্ত বাসনার দাস হইয়া সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-সুখ কামনা করে। রিপু শরীরগত নহে, মনগত।

১২। আমাদের শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়, কোন কোন ঋষি বা মুনি নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া গলিত পত্র বা বায়ু ভক্ষণ করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করা সত্ত্বেও একদিন দৈবাৎ উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা বা অপর কোন সুন্দরীকে দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন, ইহাই অতৃপ্ত বাসনা এবং শরীর নির্য্যাতন করিয়া রিপু-দমন-চেষ্টার ফল।

বস্তুর উৎকর্ষ বা বর্দ্ধন জন্য বস্তুর উপাদানই প্রয়োজন হয়। স্বর্ণালঙ্কারের উৎকর্ষ বা বর্দ্ধন করিতে স্বর্ণ প্রয়োজন, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নহে। পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ পুষ্টি বা বর্দ্ধনের হেতু পঞ্চ ভূতাত্মক খাদ্য প্রয়োজন। মন পঞ্চ ভূতাত্মক নহে, সুতরাং ভাবের শুদ্ধাশুদ্ধি এবং বৃত্তির নিরোধ বা বিকাশে জড় খাদ্য কার্য্যকারী হয় না।

১৩। যোগ সাধন কোন প্রকার অস্বাভাবিক কার্য্য নহে, এবং উহার পথও অস্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক খাদ্য (অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে যাহা যাহার অভ্যস্ত) দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তি রক্ষা করিয়া ধীরভাবে সকল বিষয়ে মিততা অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বাসনা সকল ক্রমে ক্রমে দূর করিতে পারিলেই যোগমার্গের অধিকারী হইতে পারা যায়।

১৪। যিনি, আমি জীবাত্মা পরমাত্মাতে ঐক্য হইব, বা আমি জীব ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইব এই সঙ্কল্প করিয়া অভ্যাস করিতেছেন, তিনি নোঙ্গরে আবদ্ধ তরণীতে ক্ষেপণী ক্ষেপণের ন্যায় পণ্ডশ্রম করিতেছেন মাত্র। এই ভ্রম দূর না হওয়া পর্য্যন্ত

তিনি যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানেই থাকিবেন। আর যিনি আমি (আত্মা) ব্রহ্ম স্বকল্পনায় জীবরূপে ক্রীড়া করিতেছি মাত্র বিচার ও অভ্যাস দ্বারা এই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত যোগী।

১৫। অনেক দ্বৈতজ্ঞান-বিশিষ্ট ভক্ত বা প্রেমিক সাধক তন্ময়ত্ব অবস্থাকেই সমাধি অবস্থা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয় বাস্তবিক উহা সমাধি নহে। দ্বৈত সাধক আরাধ্যের ধ্যান করিতে করিতে বাহ্য জগৎ ও আত্ম বিস্মৃত হইয়া আরাধ্য বস্তুতে ডুবিয়া যায় ইহাই তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্ব সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন, সকলেই জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ক্ষেত্রতত্ত্বের অনুশীলন করিতে করিতে বালক বাহ্যজগত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে চিন্তা করিতে করিতে জগৎ এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা মনেরই ক্রিয়া, মন বস্তু বিশেষে বিশেষ ভাবে লিপ্ত হয় এইমাত্র। এই অবস্থায় ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা তিনই বিদ্যমান থাকে, ধ্যাতার ও ধ্যানের অভাবে কে কিসের দ্বারা ধ্যেয় উপলব্ধি করে?

১৬। আত্মজ্ঞানের অভাব এবং দেহাত্মকজ্ঞানের দৃঢ়তা হেতু জীবের মৃত্যুভয় হয়, যোগী এই ভয় এবং নির্ভয় দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিতে সক্ষম হয়, যতক্ষণ আমি জীব এই জ্ঞান, ততক্ষণই জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, যখন আমি (আত্মা) দেহী নহি, দেহ নহি, চিন্ময় ব্রহ্ম আমি, এই জ্ঞান দৃঢ় হয় তখন আর মৃত্যুভয় থাকিতে পারে না।

১৭। দ্বৈত-জ্ঞান-বিশিষ্ট সাধকগণ ও তাহাদের ঈশ্বরের নিকট মুক্তি বা তাহাতে লয় হইতে কামনা এবং প্রার্থনা করেন, কিন্তু কে কাহাকে মুক্তি দিবে, কি কাহাতে লয় হইবে? যেমন বালক কামনা করিয়া প্রার্থনা করিয়া যৌবনাবস্থা পায় না, তদ্রূপ জীব কামনা করিয়া ব্রহ্মাবস্থা বা মুক্তি পাইতে পারে না, যেমন বাল্যাবস্থার অবসানে যৌবন আপনিই উদিত হয়, তদ্রূপ জীবাবস্থার অবসানে ব্রহ্মাবস্থা আপনিই উদিত হয়। ব্রহ্মাবস্থা এবং জীবাবস্থা আত্মারই অবস্থান্তর মাত্র, আত্মাই বদ্ধাবস্থায় জীব এবং মুক্তাবস্থায় ব্রহ্ম।

১৮। যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে সূর্য্য দেখা যায় না, তদ্রূপ মনরূপ মেঘের অন্তরালে আত্মসম্বিৎ লুক্কায়িত থাকে, মেঘ যেমন সামান্য অস্থায়ী বাষ্প মাত্র হইয়াও গভীর কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া এত বৃহৎ, এত প্রখর তেজোময় সূর্য্যকে অনায়াসে আবরণ করিতে সক্ষম হয়, এই মায়াময় অন্তঃসার বিহীন মনও তদ্রূপ আত্ম-জ্ঞান মহাসূর্য্যকে ঘোর অন্ধকার সত্ত্বদ্বারা আবরণ করিতেছে। মেঘ অন্তর্হিত হইলেই যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া কিরণজাল বিস্তার করে তদ্রূপ এই মনরূপ মেঘ অন্তর্হিত হইলেই অনন্ত সূর্য্য-আভা-সম্পন্ন নির্ম্মল আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। চিদাকাশে এই মনরূপ মেঘের আবির্ভাব এবং তিরোভাবই জীবাবস্থা এবং ব্রহ্মাবস্থা, যোগী প্রতিদিন এই অবস্থাদ্বয় উপলব্ধি করেন।

১৮। বাস্তব ক্ষুদ্র মেঘ পৃথিবী অপেক্ষাও এত বৃহৎ সূর্য্যকে

আবরণ করিতে পারে না, চক্ষুকে আবরণ করে বলিয়াই সূর্য্য দেখা যাঁয় না। মনরূপ মেঘও অনন্ত ব্রহ্মকে আবরণ করিতে পারে না কেবল জৈবজ্ঞানকে আবরণ করে মাত্র।

১৯। বাস্তবিক মন নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, আমার (আত্মার) কল্পিত সৃষ্টির সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ যোগ তাহাই মন নামে অভিহিত হইয়া থাকে; মনের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিজ্ঞানের লয় এবং সৃষ্টিজ্ঞানের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের লয় হইয়া থাকে, সুষুপ্তির পরে জাগ্রতাবস্থার প্রারম্ভেও ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়।

২০। যেমন বাল্যাবস্থার লয়ে যৌবনের উদয়, যৌবনের লয়ে বার্দ্ধক্যের উদয়, এক অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তদ্রূপ জীবাবস্থায় থাকিয়াই ব্রহ্মাবস্থা বা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জীব দ্বৈতভাবে ব্রহ্মকে পাইতে চায় বা জীবাবস্থায় থাকিয়াই মোক্ষাবস্থা উপলব্ধি করিতে চায়। এই প্রাপ্তির বাসনা হইতেই নানা ধর্ম্মের সৃষ্টি, সুতরাং ধর্ম্মের মুল বাসনা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। অজ্ঞান জীব জানে না যে জীব এবং ব্রহ্ম তাহারাই বিভিন্ন অবস্থামাত্র, একের লয়ে অপরের উদয়।

২১। বিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইলেই মনরূপ অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, মুহূর্ত্তকালের জন্য যাহার মন লয় হইয়াছে তাহাকেই যোগমার্গারূঢ় কহা যায়। যে "আমার সমাধি হউক" এই কামনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট হয় তাহার কখনও

সমাধি হয় না, কারণ মনই কামনা করে, এই মন লয় হইয়া যে শুদ্ধ গুণাতীত চিন্ময় আত্মসম্বিৎ বিদ্যমান থাকে তাহাই ব্রহ্মাবস্থা, ঐ আত্মসত্বাতে অবস্থিতির নামই সমাধি। এই সমাধি অবস্থাতে ভাবও নাই ভাষাও নাই, জীবাবস্থাতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ অবস্থা ব্যক্ত করিতে জৈবভাব এবং ভাষা ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু জীবভাষায় এরূপ শব্দ নাই যদ্দারা তাহা ব্যক্ত হইতে পারে।

২২। প্রথম জীবাবস্থা হইতে সমাধি অবস্থায় যাইবার সময় মুগ্ধাবস্থা আসিয়া যোগীর গতি রোধ করে। এই মুগ্ধাবস্থাতে জগত-জ্ঞান এবং স্বীয় অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না। এই অবস্থা হইতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া সাধক উপলব্ধি করেন যেন কিয়ৎকালের জন্য তাহার আত্মসত্বা এবং সৃষ্টির সত্বা লোপ হইয়াছিল, ইহা সুষুপ্তির ন্যায় জীবেরই অবস্থা বিশেষ। কিন্তু অনেক প্রবীন সাধকও এই মুগ্ধ অবস্থাকেই সমাধি অবস্থা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয় এবং অভ্যাস দ্বারা এই অবস্থারই স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়; সৃষ্টি-জ্ঞান এবং দেহাত্মক জ্ঞান লোপ হইয়া যে শুদ্ধ চিন্ময় নির্গুণ আত্মসত্বাতে অবস্থিতি তাহাকেই সমাধি অবস্থা বলা যায়; সুতরাং সেই মুগ্ধাবস্থাতে আত্মসত্বার অবিদ্যমানতা হেতু ইহা সমাধি অবস্থা হইতে পারে না। লয় বা নির্ব্বাণ অবস্থাতেও সৃষ্টিজ্ঞান এবং আত্মঅস্তিত্ব-জ্ঞান লোপ হয়, কিন্তু সুষুপ্তি বা মুগ্ধাবস্থা এবং লয় বা নির্ব্বাণ অবস্থাতে প্রভেদ এই যে, মুগ্ধাবস্থা বা সুষুপ্তি হয় জীবের; জীব স্বীয় খণ্ড অস্তিত্ব

জ্ঞান হইতে ঐ অবস্থাদ্বয়ে প্রবেশ করে ও তাহা হইতে নির্গত হইয়া স্বীয় খণ্ড-অস্তিত্বই অনুভব করে। যেমন রামের মোহ বা সুষুপ্তি অবস্থা হয় এবং রামই জাগ্রত হয়, আর জীব-অবস্থার অস্তিত্ব লোপ হইয়া সমাধি অবস্থায় যখন অধিক সময় স্থিতি হয় তখন ক্রমে সেই বিশুদ্ধ নির্গুণ আত্মসম্বিৎ লোপ হইয়া যায়। পরে আবার সেই শুদ্ধ আত্মসম্বিৎই উদিত হইয়া বিরাট অবস্থার ভিতর দিয়া জীবাবস্থায় উপনীত হয় ইহাই লয় বা নির্ব্বাণ অবস্থা।

২৩। যদি সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর থাকিতেন তাহা হইলে যোগাবস্থায় অর্থাৎ জীবাবস্থা হইতে সমাধি এবং সমাধি অবস্থা হইতে জীবাবস্থাতে গমনাগমনের সময় সৃষ্টি বা তদন্তরালে তাঁহাকে পাওয়া যাইত; যখন দেহাভিমান-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রমুক্ত দৃষ্টিতে অবলোকন করা যায় তখন দেখা যায় আমিই (আত্মা) সৃষ্টিরূপে বিরাজিত, অপর কোন বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব নাই, আবার যখন এই স্বকল্পিত সৃষ্টি-মরীচিকা বিলীন হইয়া যায় তখন তদন্তরালে একমাত্র শুদ্ধ নির্গুণ চিন্ময় আত্ম-সত্তাই প্রকাশিত থাকে, দ্বিতীয় বস্তুর সত্বা বিদ্যমান থাকে না। কোথায় ঈশ্বর? কোথায় সৃষ্টিকর্ত্তা? সকলই মিথ্যা কল্পনা মাত্র, একমাত্র আমিই (আত্মা) সত্য।

২৪। যোগ-সাধনের প্রথম অবস্থাতে যখন মন বাহ্য জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হয় তখন নানা প্রকার জ্যোতিদর্শন ও শব্দ উপলব্ধি হইতে পারে।

২৫। এই জ্যোতিমাত্র দর্শন যাহার যোগাভ্যাসের চরম-

সীমা তিনি জ্যোতিতে ব্রহ্ম ভ্রম করিয়া ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

২৬। যাহার শব্দশ্রবণ পর্য্যন্তই চরম-সীমা, তিনি শব্দ ব্রহ্ম, প্রণব ব্রহ্ম বা ওঁকার ব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সকলই ভ্রম, এবং এই দর্শন ও শ্রবণ অন্তর্মুখী মনেরই কার্য্য।

২৭। অন্তর্মুখী মন যখন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহা যদি আত্মসত্তা বা ব্রহ্মবস্তু অবলম্বন করে তবে আত্মাতেই বিলীন হইয়া যায় এবং সমাধি-অবস্থা বা ব্রহ্মাবস্থা উপস্থিত হয়, যদি দেহকে অবলম্বন করে তবে কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রভৃতি দেহতত্ত্বের অনুভূতি হয়, বহির্ম্মুখী হইলে ওঁকার বা প্রণব শব্দ শ্রবণ এবং জ্যোতিদর্শন হয়, আর ভূতরাজ্য অবলম্বন করিলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উদিত হয়। আত্ম-সত্তা বা ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন এই মন যাহাই অবলম্বন করে তাহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসারক্ষেত্র অবলম্বনমাত্র মলিনতা ও জড়তা প্রাপ্ত হয়, আর যদি মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মাবলম্বন করে তাহা হইলে বহির্জ্জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও আর কলুষিত হয় না, কারণ তখন সেই মন "দগ্ধ বস্ত্রাবভাসঃ" অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় আভাস মাত্র বিদ্যমান থাকে, বাস্তবিক তাহার কোন ক্রিয়া থাকে না।

২৮। অভ্যাস এবং বিচার উভয়ই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জীবের জন্য প্রয়োজনীয়।

২৯। অভ্যাস অর্থাৎ মনের লয়দ্বারা আত্মস্থ হইতে চেষ্টা

করা, বিচার অর্থাৎ জীবাবস্থাতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া তাহার নিত্যানিত্য বিচার করা, এবং ঐ সকলের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে যে সকল ভাবের উদয় হইতেছে তদ্দ্বারা অভিভূত না হইয়া নির্লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধান করা।

৩০। যেমন পক্ষী আকাশে উড্ডীয়মান হইতে দুই পক্ষই সঞ্চালন করে, এক পক্ষের সাহায্যে উড়িতে পারে না, অথবা যেমন নদী সন্তরণকারী হস্ত এবং পদ উভয়ই সঞ্চালন করে কেবল একের সাহায্যে পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারে না তদ্রূপ এই ভবসাগর-সন্তরণকারী যোগপথাবলম্বী জীবের বিচার এবং অভ্যাসরূপ হস্ত এবং পদ উভয়ই সঞ্চালন করিতে হয়।

ধর্ম্মসম্প্রদায়

১। জীবের স্থূল দেহত্যাগই মৃত্যু এবং দেহাত্মক জ্ঞান-ত্যাগই লয় বা মুক্তি।

২। মৃত্যুসময়ে জীব; শরীরের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুত্ত্রাদি, ধন, জন, যশ, মান, সমাজ, সম্প্রদায়, সুখ, দুঃখ সকল ত্যাগ করিয়া একাকী পরলোকে গমন করে। স্ত্রীপুত্ত্রাদির শোকপূর্ণ আর্ত্তনাদ, বন্ধু বান্ধবদিগের সকরুণ আক্ষেপোক্তি, সংসারে অসংখ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিছুতেই তাহার সেই গতিরোধ করিতে পারে না। উলঙ্গ নিঃসম্বল অবস্থাতে পৃথিবীতে আসিয়া দুই দিনের জন্য এই আত্মীয়, বন্ধু, ধন, সম্পদ, মান, যশ নিয়া ক্রীড়া করিয়া, আবার কেবল উলঙ্গ এবং নিঃসম্বল নহে এত যত্নের বস্তু দেহটী পর্য্যন্ত, ত্যাগ করিয়া সেই অজ্ঞাত রাজ্যে গমন করাই জীবের নিয়তি।

৩। মোক্ষাভিমুখী জীবের অবস্থাও তদ্রূপ, তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলেই জগতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ-যোগ দূর হয়; স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, লোভ প্রভৃতি ভাবের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। সৃষ্টিস্রষ্টা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য-সংস্কার লোপ হয়, তখন সে একা, কিছুই তাহার সঙ্গের সাথী নহে। এই জন্যই আদিকাল হইতে নির্ব্বাণমার্গাবলম্বী সাধকগণের কোন সমাজ

বা সম্প্রদায় নাই, যেখানে আত্মপর জ্ঞান ও উচ্চনীচ জ্ঞান সে স্থানেই সমাজ গঠিত হয়, আর যে অবস্থায় দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানই ক্রমে লোপ হইয়া যায়, সেস্থলে সমাজ গঠিত হইবে কাহার সঙ্গে ? যে অবস্থায় সকলই আত্মময় উপলব্ধি হয় সেস্থলে কাহাকে গ্রহণ এবং কাহাকে ত্যাগ করিবে ? ইহা সাম্প্রদায়িক কি সামাজিক ধর্ম্মরূপে কখনও প্রচলিত ছিল না এবং কখনও হইতে পারে না। লয়াভিমুখী জীবেরই এই পথ, এবং এই পথের পথিকের সংখ্যা চিরকালই অতি অল্প। তাহারাও কে কোথায় বিচ্ছিন্ন ভাবে আছেন তাহার নির্ণয় নাই।

প্রলোভন ত্যাগ।

১। বালক বালিকা যখন পুতুল নিয়া বাল্যক্রীড়া করে তখন তাহারা ঐ বাল্যক্রীড়াকেই একান্ত সুখপ্রদ এবং নিতান্ত করণীয় জ্ঞান করে, উহা ভিন্ন পৃথিবীতে যে অপর কোন কর্ত্তব্য বা সমধিক সুখপ্রদ আর কিছু আছে তাহা তাহারা জানে না। বয়স্ক মনুষ্যদিগের ভিতরে থাকিয়া এবং তাহাদের প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াও তাহারা তাহার তাৎপর্য্য এবং ভাবা-ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না।

২। এই বালক বালিকাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই পুতুল খেলা প্রভৃতি বাল্যক্রীড়া নিতান্ত তুচ্ছ অসার এবং অকর্ত্তব্য জ্ঞান করে; এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, যশ প্রভৃতি নিয়া আর এক নূতন খেলা গঠন করে এবং সেই অবস্থাতে এই সংসারখেলা নিতান্ত সুখপ্রদ ও জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করে।

৩। যখন মানবের জ্ঞানের বিকাশ হয়, বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন স্ত্রী পুত্রাদি জীবন্ত পুতুল ক্রীয়াও বাল্যাবস্থার পুতুল ক্রীড়ার ন্যায় নিতান্ত তুচ্ছ, অসার এবং অকর্ত্তব্য জ্ঞান হয়।

৪। ধর্ম্ম জীবনেও এইরূপ জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন অবস্থা দৃষ্ট হয়।

৫। প্রথম বাল্যাবস্থা বা অজ্ঞানবস্থায় (Personal god) সাকার বা নিরাকার ঈশ্বররূপ পুতুল নিয়া বাল্যক্রীড়া হইয়া থাকে, এই অবস্থায় অবস্থিত মানব অপেক্ষাকৃত জ্ঞানীদিগের ভাব বা উপদেশ গ্রহণে সক্ষম হয় না, ইহাই সাধকের প্রথম অবস্থা।

যখন অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে এবং এই বিশ্বই আত্মময় উপলব্ধি হয় তখন পূর্ব্বাবস্থার পুতুলক্রীড়া নিতান্ত অসার এবং অজ্ঞানতার কার্য্য মনে হয়,ইহাই দ্বিতীয়াবস্থা।

৬। প্রথম অবস্থায় অবস্থিত মানবেরই ইহা হেয় ইহা উপাদেয়, ইহা ত্যজ্য, ইহা গ্রহণীয় এইরূপ জ্ঞান থাকে।

৭। এই দ্বিতীয় অবস্থায় উপনীত হইলেই আর ভাল মন্দ বিচার থাকিতে পারে না, যখন সকলই আত্মময় দর্শন হয় তখন ভালও আমি, মন্দও আমি। জগৎ আত্মময় দর্শন হইলে সতী, অসতী, স্বর্ণ, মৃত্তিকা, চোর, দস্যু, যতি, জিতেন্দ্রিয় সাধক আত্মারই বিভিন্ন অবস্থারূপে প্রতীয়মান হয়। তখন আর কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে ঘৃণা দ্বেষ, হিংসা থাকে না, সকলই একাকার হইয়া যায়।

৮। আর যখন জগৎই কল্পনামাত্র উপলব্ধি হয় তখন আমি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব না থাকাহেতু কোন ভাবেরই ক্রিয়া হইতে পারে না।

৯। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা হইতে স্বতন্ত্র জড় জগৎ এবং জড়বস্তুর অস্তিত্বে দৃঢ় জ্ঞান থাকে ততক্ষণই স্বর্ণজ্ঞান, স্ত্রী-পুরুষভেদজ্ঞান ও তাহার গুণাগুণজ্ঞান থাকে। স্বর্ণে এই গুণ এবং এই

কারণে ইহা গ্রহণীয়, এই কারণে ইহা ত্যজ্য, স্ত্রীতে এই গুণ এই কারণে স্ত্রী গ্রহণীয় এই কারণে ত্যজ্য, এই সকল সংস্কার এবং বিচার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আত্মজ্ঞান বহুদূরে অবস্থিত, যখন আত্মজ্ঞানের উদয়হেতু জগতের অস্তিত্বজ্ঞান লুপ্ত হয় তখন কামিনী কাঞ্চনের অভাবে ভেদাভেদ জ্ঞানও দূর হয়।

নাস্তিকতা ।

১। যে সকল তত্ত্বজ্ঞানহীন দ্বৈত সাধক অদ্বৈত জ্ঞানের মর্ম্ম গ্রহণে অক্ষম, তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের (Personal god) অস্তিত্ব অস্বীকার করা হেতু অদ্বৈত জ্ঞানীকে নাস্তিক বলে। কিন্তু দ্বৈত জ্ঞানই যে নাস্তিকতা তাহা তাহারা জ্ঞানের অপরিপক্কতা হেতু বুঝিতে পারে না। ব্যক্তি বা গ্রন্থ বিশেষে বিশ্বাস এবং বাল্য-কাল হইতে শিক্ষাগত সংস্কারই ঈশ্বর-জ্ঞানের ভিত্তি, সুতরাং এই ঈশ্বরজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান মাত্র। উপলব্ধি ভিন্ন প্রকৃত অস্তি-জ্ঞান জন্মে না, অদ্বৈতমার্গাবলম্বী সাধকের আত্মোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত অস্তিজ্ঞান হয় না সুতরাং ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মোপ-লব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত উভয় মার্গাবলম্বী সাধকই নাস্তিক পদবাচ্য।

২। দ্বৈতসাধক অন্তর্দৃষ্টিতে স্বীয় জড়দেহ এবং বহির্দৃষ্টিতে জড়-জগৎ দর্শন করিয়া তদন্তরালে স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করে, বাস্তবিক তাহার অস্তিজ্ঞান, জড়দেহ ও জড়জগৎ সম্বন্ধে, স্রষ্টা কল্পনা মাত্র। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষলাভ তাহার লক্ষ্য, সাকার বা নিরাকার ঈশ্বর তল্লাভের উপায়রূপে কল্পিত, মুখ্য সম্বন্ধ ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের সহিত এবং তল্লাভের উপায় স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত

গৌণ সম্বন্ধমাত্র। এই কল্পিত ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি প্রভৃতি যে সকল ভাব অর্পিত হয় তাহারও মূলে আত্মসুখ এবং আত্মতৃপ্তিমাত্র।

৩। পক্ষান্তরে অদ্বৈতজ্ঞানী জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে যে, এই দেহ চিদ্‌ঘনরূপ মাত্র এবং তদভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্মই জীবরূপে লীলাকারী। বহির্দৃষ্টিতে দেখে যে একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই অনন্তরূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টিরূপে অপার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া অদ্বৈতজ্ঞানী যে স্থানে অবস্থিত হয় সে স্থানে আর অন্তর বাহির নাই, একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই বিরাজমান, ছায়াবৎ সৃষ্টি-তদন্তরালে কখনও দৃষ্ট হয় কখনও হয় না। আর একটু অগ্রসর হইলে সকলই লোপ হইয়া যায় একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্ম বা আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।

৪। অদ্বৈতজ্ঞানী একমাত্র ব্রহ্মের সত্তাই উপলব্ধি করেন, সৃষ্টি তাঁহার নিকট মরীচিকাবৎ অসত্য, দ্বৈতজ্ঞানী সৃষ্টির সত্তা দর্শন করিয়া তাহার স্রষ্টা ঈশ্বর কল্পনা করেন, অদ্বৈতজ্ঞানী ব্রহ্ম সম্বন্ধে আস্তিক সৃষ্টিসম্বন্ধে নাস্তিক, আর দ্বৈতজ্ঞানী সৃষ্টিসম্বন্ধে আস্তিক এবং ব্রহ্মসম্বন্ধে নাস্তিক।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মতত্ত্ব।

১। মানব জীবনে তিনটী অবস্থা দেখা যায়, বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য তৎপরে মৃত্যু, মৃত্যুকে কোন অবস্থা বলা যায় না, কারণ বর্ত্তমান জীবনে তাহা উপলব্ধি হয় না।

২। আত্মারও এই অবস্থাত্রয় দৃষ্ট হয়। প্রথম আমার বদ্ধাবস্থা বা জীবাবস্থা, ইহাকেই বাল্যাবস্থা কহা যায়; এই অবস্থায় আমি দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট জীব, সৃষ্টির দ্রষ্টারূপে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টির সহিত সম্বন্ধযোগে মনদ্বারা ভাল মন্দ, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, ইহকাল, পরকাল এবং এই সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর কল্পনা করিতেছি, ইহাঁই আত্মার (ব্রহ্মের) জীবলীলা।

৩। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হওয়া মাত্রই দেখা যায়, এই আমি (অহংজ্ঞান) স্থলচর, জলচর, খেচর, সমস্ত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ইহাই যৌবনের আরম্ভ। ক্রমে বিচার এবং অভ্যাস দ্বারা জীবজ্ঞান বা দেহাত্মকজ্ঞান দূর হইলে অর্থাৎ এই খণ্ড অহংজ্ঞান বিশিষ্ট স্বমায়াকল্পিত মানবদেহরূপ গণ্ডী অতিক্রম করিলেই উপলব্ধি হয়, যেন আমিই নিয়তিরূপে এই কল্পিত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংসের নিয়ন্তা, আমিই মানব, পশু,

পক্ষী, কীট, পতঙ্গরূপ অনন্ত কল্পিত দেহ ধারণ করিয়া নানাভাবে নানারূপে ক্রীড়া করিতেছি; আমিই তখন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র রূপে, আমিই জল, স্থল, বায়ু, তেজরূপে বিরাজিত। এই অবস্থায় আমিই হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, সুতরাং ধর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার নাই; আমিই রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, সুতরাং উচ্চনীচ জ্ঞান নাই; আমিই হন্তা আমিই হত হইতেছি, আমিই চোর, দস্যু, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, আমিই সাধক, পূজক, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সুতরাং পাপ-পুণ্য-জ্ঞান নাই সকলই আমি সুতরাং একাকার। তখন আর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইহকাল নাই, পরকাল নাই, আমিই স্বকল্পনাদ্বারা রূপ হইতে রূপান্তর, অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া লীলা করিতেছি। যাহা কিছু সৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় অবস্থিত তাহারই সমষ্টিতে আমার এই বিরাটরূপ। কিন্তু এই সকলই আমার কল্পনা মাত্র, বাস্তবিক আমি যাহা ছিলাম তাহাই আছি; ইহাই আমার পূর্ণবিকাশ বা যৌবনাবস্থা।

৪। সৃষ্টিজ্ঞান যখন লয় হইয়া যায় তখন আমি নির্গুণ, সুতরাং সেস্থানে আর কল্পনা নাই। পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, জীব, জন্তু কোথায় বিলীন হইয়া যায়, সকলই লোপ হয়, থাকি কেবল "আমি" নির্গুণ চিন্ময়, আত্মসম্বিৎ মাত্র; ইহাই আমার বৃদ্ধাবস্থা বা সঙ্কোচাবস্থা।

৫। এই শুদ্ধ, চিন্ময়, আত্মসম্বিৎ বা শুদ্ধ চৈতন্যও ক্রমে ক্রমে, বিনাচেষ্টায়, স্বভাবে লীন হইতে আরম্ভ হইল, অপরাহ্নে সূর্য্য যেমন আপনিই ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পশ্চিমাকাশে

ডুবিয়া যায়, এই শুদ্ধ চৈতন্যও সেইরূপ ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া কোথায় ডুবিয়া যায় আর কিছুই থাকে না, ইহাই লয় বা নির্ব্বাণ। উপলব্ধি করিবার কর্ত্তার অবিদ্যমানতা হেতু ইহাকে অবস্থা বলা যাইতে পারে না সুতরাং ইহাই মৃত্যু।

৬। জীবাবস্থায় আমি জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা ভোগ করি, জাগ্রত অবস্থায় আমার আত্ম-অস্তিত্বজ্ঞান জগৎ-জ্ঞান এবং ভাবাভাবজ্ঞান থাকে। স্বপ্নাবস্থাতে আমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, সেই অবস্থাতে আমি কল্পনাদ্বারা কত জীব, জন্তু, বৃক্ষ, প্রস্তর, চন্দ্র, সূর্য্য, রাত্রি, দিন সৃষ্টি করিয়া তৎসহ ভাবযোগে কতরূপ লীলা করিয়া থাকি। সুষুপ্তি অবস্থায় জৈব-জ্ঞানের এবং কল্পনার লয় হয় তখন কিছুই থাকে না।

৭। বিরাট, সমাধি এবং লয়, এইরূপ আমারই বিভিন্ন অবস্থা-ত্রয়। আমি যখন শুদ্ধ চিন্ময় সত্তাতে অবস্থিত তখনই সমাধি অবস্থা। যখন আমি এই বিশ্ব কল্পনা করি তখনই আমার বিরাট সগুণ বা ব্রহ্মাবস্থা। শুদ্ধ চৈতন্যের সুষুপ্তিকে লয় বা নির্ব্বাণ কহা যায়।

৮। আমি জীবাবস্থায়, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ন্যায় ব্রহ্মা-বস্থাতেও এই অবস্থাত্রয় পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকি। আমিই নির্ব্বাণ বা লয় অবস্থাতে অজ্ঞেয় এবং অব্যক্ত। আমিই সমাধি অবস্থাতে নির্গুণ চিন্ময় ব্রহ্ম। আমিই বিরাট বা সগুণ ব্রহ্ম অবস্থাতে, অনন্ত, অনাদি, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা, ঈশ্বর, তখন আমি স্বীয় অনন্ত কল্পনাদ্বারা অনন্ত গুণবিশিষ্ট জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম,

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্ররূপ ধারণ করিতেছি ; স্বীয় কল্পনাতেই নানা ভাবে নানারূপে উদয় স্থিতি এবং লয় প্রাপ্ত হইতেছি। আমিই আবার খণ্ডজ্ঞানে জীবরূপে স্বীয় জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ইহকাল, পরকাল, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক ও তাহার নিয়ন্তা ঈশ্বর কল্পনা করিয়া সাধন, ভজন, উপাসনা, প্রার্থনা করিতেছি।

৯। ব্রহ্ম আত্মবিস্মৃত হইয়া জীবাবস্থা এবং জীব খণ্ডাস্তিত্ব-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১০। সমাধি অবস্থা হইতে জীবাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা ও জীবাবস্থার মধ্যস্থলে আত্মার বিরাটরূপ বা সগুণ ব্রহ্মাবস্থা উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধি পুনঃপুন অনুভূতিদ্বারা দৃঢ় হইলে জীবাবস্থা হইতেও ঐ অবস্থার আভাস পাওয়া যায়।

১১। সমাধি অবস্থা হইতে জীবাবস্থায় ব্যুত্থান বা প্রত্যাবর্ত্তন মাত্রই জীবজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের উদয় হয় কিন্তু মনের আর পূর্ব্বাবস্থা থাকে না। ছায়ার ন্যায় আভাস মাত্র ব্রহ্মাবস্থার যে স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে তাহাতেই জীবাবস্থাতেও এই জগৎ অন্যরূপ প্রতীয়মান হয়, এবং জগতের সঙ্গে পূর্ব্বসম্বন্ধ সকল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

১২। নিয়ত অভ্যাস দ্বারা ক্রমে জীবাবস্থার স্থায়িত্ব হ্রাস এবং ব্রহ্মাবস্থার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি হয় এইরূপে ক্রমে জীবাবস্থা সম্পূর্ণ-রূপে লীন হইয়া ব্যুত্থান-রহিত হয়, দেহাত্মক জ্ঞানের অভাব হেতু দেহও নষ্ট হয় এবং ক্রমে অব্যক্ত নির্ব্বাণাবস্থায় স্থিতি বা বিদেহ কৈবল্য হয়।

ব্রহ্মাণ্ড গোলক

যাহা খণ্ড-জ্ঞানবিশিষ্ট বদ্ধজীবের মন বুদ্ধির অগম্য ও মানব-ভাষার অব্যক্ত, যাহা কেবল মাত্র মুক্তাবস্থাতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইবে ? এবং উপলব্ধি ভিন্ন কেবল মাত্র বুদ্ধি ও কল্পনাদ্বারা মানব কি প্রকারে তাহা ধারণা করিবে ? তবে মানবভাষা জৈবজ্ঞান ও জীবভাবের সাহায্যে উপলব্ধির অতি সূক্ষ্ম ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষু জীবের সহায়তার জন্য, এই অব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা গেল। অতলস্পর্শ সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণ করিতে যাওয়ার ন্যায়, জীবাবস্থাতে এই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য জানিয়াও ইহাতে ব্রতী হইলাম।

চিন্ময় ব্রহ্মই এই ব্রহ্মাণ্ড-গোলকরূপে কল্পিত হইলেন। ইহার অর্দ্ধ ব্যক্ত, অর্দ্ধ অব্যক্ত। যাহা সৃষ্টি অর্থাৎ চৈতন্যবস্তুর কল্পনা তাহাই কল্পিত জীবের নিকট ব্যক্ত, আর এই সৃষ্টি যাঁহার কল্পনা তিনি অজ্ঞেয় এবং অব্যক্ত।

এই ব্যক্ত অর্দ্ধখণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। একপাদ প্রবৃত্তিমার্গ বা বিকাশ, ইহার গতি বহির্ম্মুখী, অপর পাদ নিবৃত্তিমার্গ বা সঙ্কোচ ইহার গতি অন্তর্ম্মুখী। এই প্রবৃত্তিমার্গ বা বিকাশাবস্থায় স্থিত

জীবের জন্যই সামাজিক ধর্ম্ম সকল প্রয়োজনীয়, কিন্তু নিবৃত্তিমার্গ বা সঙ্কোচাবস্থায় স্থিত জীবের ধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিকাশাবস্থায় স্থিত জীবের ধারণার অতীত। জীবের বিভিন্ন অবস্থা ও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইহার প্রত্যেক খণ্ডকে দশ অংশে বিভক্ত করা গেল। দশ অংশে বিভক্ত করার তাৎপর্য্য এই যে "দশ" অনন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ এবং এই বিকাশ ও সঙ্কোচ অবস্থাতে অর্থাৎ খণ্ড-জ্ঞানের উদয় হইতে পুনরায় অখণ্ড চৈতন্যে পরিণতি পর্য্যন্ত জীব বহুভাবে বহু অবস্থার ভিতর দিয়া গমন করে।

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিমার্গের মধ্যস্থলে অতি দূরতিক্রমনীয় বিচ্ছেদ রেখা অঙ্কিত হইল, একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই জীব এই রেখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়।

সেই চিন্ময় ব্রহ্মই স্বীয় অনন্ত খণ্ডসত্তা কল্পনা করিয়া বহি-র্ম্মুখী গতিতে যেন জীবরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, পুনরায় অন্ত-র্ম্মুখী গতিতে খণ্ডঅস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে-ছেন,এই খণ্ডজ্ঞানে তিনি জীবাত্মা এবং অখণ্ড অবস্থাতে পরমাত্মা-রূপে অভিহিত হন, এই অব্যক্ত অবস্থাতে তিনি পুরুষ এবং ব্যক্ত অবস্থাতে তিনি প্রকৃতি বা মায়ারূপে কল্পিত হইয়াছেন।

প্রবৃত্তিমার্গ বা বিকাশ

১। অস্তি-জ্ঞানের উদয়, অর্থাৎ সে অখণ্ড চৈতন্য হইতে কল্পনা বলে অনন্তখণ্ড চৈতন্যের আবির্ভাব এবং প্রত্যেক খণ্ড-চৈতন্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বানুভূতি।

২। দেহাত্মকজ্ঞান এবং জগৎ জ্ঞানের উদয়; অর্থাৎ খণ্ড-চৈতন্য দেহাত্মক জ্ঞান উদ্ভব হওয়া মাত্র জড়-জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

৩। জড়দেহ এবং জড়জগতের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম-রক্ষা ও আত্মতৃপ্তির জ্ঞান হয় এবং স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে জীব ও জড় পদার্থ সকলের যে গুলি আত্মরক্ষা ও আত্মতৃপ্তির প্রতি-কূল তাহা হেয় অর্থাৎ নিকৃষ্ট এবং যে গুলি তাহার অনুকূল তাহা উপাদেয় বা উৎকৃষ্ট এই তারতম্য উপলব্ধি হয়।

৪। আসঙ্গলিপ্সা বা বাসনার উদয়, অর্থাৎ উপাদেয় বা উৎকৃষ্ট বস্তুতে অনুরাগ এবং পাইতে বাসনা; হেয় বা নিকৃষ্ট বস্তুতে বিরাগ ও তাহা হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা।

৫। সুখ-দুঃখের অনুভূতি অর্থাৎ ঈপ্সিত বস্তুলাভে বা বাস-নার তৃপ্তিতে সুখের উদয় এবং তদভাবে দুঃখের অনুভূতি।

৬। ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, স্নেহ এবং হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ

প্রভৃতি ভাবের উদয় অর্থাৎ বাঞ্ছিত সুখপ্রদ বস্তুলাভে সহায়তা-কারির প্রতি ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা, যাহাদের সংসর্গে সুখানুভব হয় তাহাদের প্রতি প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি আসক্তির উদয় হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা বস্তু হইতে বাঞ্ছিত সুখদায়ক বস্তুপ্রাপ্তিতে বাধা জন্মে তাহার প্রতি ক্রোধ এবং দ্বেষ, আবার স্ববাঞ্ছিত বস্তু-প্রাপ্তিতে যখন জীব অসমর্থ হয় ও অপরকে উহা ভোগ করিতে দেখে তখন ভোগকারীর প্রতি হিংসার উদয় হয়।

৭। পাপ-পুণ্য-বোধ—অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মদ্বারা জীবের সুখের উৎপত্তি, দেহরক্ষা এবং তৃপ্তি হয়, তাহা পুণ্য বা সৎকর্ম্ম এবং যদ্দ্বারা দুঃখ, অতৃপ্তি ও বিনাশ হয় তাহাই অসৎ বা পাপ কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। এই সদসৎ বা পাপ-পুণ্য-সংস্কারই সমাজনীতির এবং ধর্ম্মনীতির ভিত্তি। এই সকল নীতি প্রতি-পালনই সুখের এবং অপ্রতিপালনই দুঃখের কারণ বলিয়া মানব-সমাজ গ্রহণ করে, শাস্ত্রকারগণ এই সকল সমাজ ও ধর্ম্মনীতির ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ইহা ঈশ্বরদ্বারা নিয়মিত হইয়াছে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকেই এই সকল নীতি ঈশ্বর-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা বিশ্বাস করে এবং বিবেক বা বিচার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎ বা পুণ্যের পথে স্থিত থাকিতে প্রয়াস পায়; বাস্তবিক এই বিবেক বা বিচারবুদ্ধি মানবের আত্ম-রক্ষা, আত্মতৃপ্তি এবং আত্মসুখ কামনা হইতে উৎপন্ন (Instinct) স্বাভাবিক জ্ঞানমাত্র।

৮। স্বর্গ নরকাদি ও ঈশ্বর-কল্পনা—সদসৎ বা পুণ্য ও পাপ-

কর্ম্মের পুরস্কার এবং শাস্তি হওয়া উচিত, এই জ্ঞান হইতেই স্বর্গ নরক ও তাহার নিয়ামক এবং বিশ্বের স্রষ্টারূপে ঈশ্বর কল্পিত

৯। সাধন, ভজন—অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কারদাতা এই বিশ্বাস এবং তদনুগ্রহ লাভের বাসনা হইতে সাধন ভজনের উৎপত্তি।

১০। জ্ঞানের বিকাশ এবং মোক্ষকামনা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকর এই খণ্ড-জীব-জ্ঞানরূপ পাশমুক্ত হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মা-বস্থা প্রাপ্তির কামনা।

বিচ্ছেদ রেখা

অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্মে অনাস্থা ও তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুর। যতক্ষণ স্বীয় শক্তিতে সন্দেহ থাকে ততক্ষণই ঈশ্বরের (Personal god) অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে। রুগ্ন দুর্ব্বল বালক যখন পিপাসায় কাতর হইয়া ক্ষীণস্বরে মা মা বলিয়া ডাকিয়া মাতার উত্তর পায় না, তখন সে মাতার অস্তিত্বে সন্দিগ্ধ না হইয়া নিজের দুর্ব্বলতা এবং ক্ষীণ স্বরের উপরই দোষারোপ করে; সে মনে করে মা বাড়ীতেই আছেন আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আর সবল সুস্থ বালক সজোরে একবার ডাকিয়াই উত্তর না পাইলে বুঝিতে পারে যে, মা বাড়ীতে নাই কারণ তাহার উচ্চ-রব সমস্ত বাড়ীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাড়ীর বাহিরেও গমন করি-য়াছে; তদ্রূপ বাসনাসক্ত বিক্ষিপ্তমানস দুর্ব্বল সাধকই স্বীয় শক্তিতে দোষারোপ করিয়া আজীবন সাধন ভজন করিতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন স্থিরচিত্ত সাধক একবার মাত্র ডাকি-য়াই তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়। আত্মশক্তিতে নির্ভর ও একাগ্রতা সাধিত হইলেই প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম কর্ম্মের অসারতা উপলব্ধি হয়, তখন ঐ সকল কর্ম্মে

অনাস্থা জন্মে এবং ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হয়; এই অবস্থাপন্ন জীবই প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়।

নিবৃত্তিমার্গ বা সঙ্কোচ

১। নিত্যানিত্য বিচার—অর্থাৎ মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর নিত্যানিত্য বিচার ও তাহার সহিত স্বীয় সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধযোগে যে সকল ভাবাভাবের উদয় হয়, তাহার কারণ---বিচার।

২। অনিত্য জ্ঞানের তিরোভাব ও নিত্য জ্ঞানের আবির্ভাব—অনিত্য বস্তুকে নিত্য বস্তু ভ্রম করিয়া জীব তাহার সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহাই অনিত্য জ্ঞানের মূল। বিচার দ্বারা এই ভ্রম ও সম্বন্ধযোগ দূর হইলেই নিত্যজ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ চিন্ময় ব্রহ্ম বস্তুই নিত্য এবং মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবজগৎ,জীবজগৎ ও জড়জগৎ সকলই মরীচিকাবৎ অনিত্য বস্তু এই জ্ঞানের উদয় হয়।

৩ নিত্যজ্ঞানের আবির্ভাবে বাসনার ক্ষয় অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই সত্য এবং মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমস্তই মিথ্যা, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলেই বাসনার ক্ষয় হয়।

৪। বাসনার ক্ষয়ের সঙ্গে, পাপ পুণ্য ও ঈশ্বর জ্ঞানের লয়—অর্থাৎ আত্মরক্ষা,আত্মতৃপ্তি হইতে হেয়, উপাদেয় বোধ ও বাসনার উদয় হয় এবং বাসনার তৃপ্তি করিতে যাইয়াই সদসৎ কর্ম্ম পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক-সংস্কার ও ঈশ্বর-জ্ঞানের উদয় হয়। যখন জাগ-

তিক পদার্থে অসত্যজ্ঞান হেতু বাসনার ক্ষয় হয়, তৎসহ সুখ, দুঃখ পাপ, পুণ্যজ্ঞানও লুপ্ত হয় এবং সৃষ্টিতে অসত্যজ্ঞান হেতু তাদৃশ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞানও লোপ হইয়া যায়।

৫। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয়—অর্থাৎ জগৎজ্ঞান এবং দেহজ্ঞান লোপ হইলে মন যখন কেবল মাত্র আত্ম-সত্তাতে স্থিত হয়, তখন ইহা ইন্ধনশূন্য অগ্নির ন্যায় ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় অর্থাৎ সমাধি অবস্থা উপস্থিত হয়।

৬। ব্রহ্মাবস্থা এবং জীবাবস্থাতে পার্য্যায়িক স্থিতি অর্থাৎ প্রথমে মুহূর্ত্ত মাত্র সমাধি অবস্থা উপলব্ধি হয়, পরে ক্রমে ঐ অবস্থার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং কতক সময় জীবাবস্থায়ও কতক সময় ব্রহ্মাবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে স্থিতি হয়। ঈদৃশ জীবাবস্থাতে বাহ্য দৃষ্টিতে যদিও বাসনার ক্রিয়া দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক ভিতরে বাসনা থাকে না এই অবস্থাপন্ন জীবের মত দগ্ধবস্ত্রাবভাসঃ অর্থাৎ বস্ত্রদগ্ধ করিলে তাহার সূত্রাদির আভাস থাকা সত্বেও তাহা ভস্মমাত্র। এই অবস্থাতে উপস্থিত হইলে দশম অবস্থা পর্য্যন্ত আভাস পাওয়া যায়।

৭। ব্রাহ্মী অবস্থার দৃঢ়তা অর্থাৎ ক্রমে জীবাবস্থার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার ক্ষয় এবং ব্রহ্মাবস্থার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি।

৮। জীবজ্ঞান এবং দেহাত্মক জ্ঞানের পূর্ণলয় ও জড় দেহের পতন—অর্থাৎ জীবজ্ঞানের লয় ও ব্রহ্মাবস্থাতে পূর্ণস্থিতি এই অবস্থাতে দেহাত্মক জ্ঞানের অভাব হেতু দেহের পতন হয়।

৯। ব্রহ্মাবস্থা এবং নির্ব্বাণাবস্থাতে পার্য্যায়িক স্থিতি—অর্থাৎ কখন নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থাতে এবং কথনও অব্যক্ত অজ্ঞেয় নির্ব্বাণ অবস্থাতে স্থিতি।

১০। ব্রাহ্মী অবস্থার লয় এবং অব্যক্ত নির্ব্বাণাবস্থা প্রাপ্তি—অর্থাৎ অজ্ঞেয় এবং অব্যক্ত অবস্থাতে নিত্য স্থিতি বা নির্ব্বাণ।

সমাপ্ত